পাক্ষিক

আহ্‌মদী

মানব
জাতির
জন্য জগতে
আজ কুরআন
ব্যতিরেকে
আর কোন ধর্মগ্রন্থ
নাই এবং আদম
সন্তানের জন্য
বর্তমানে মোহাম্মদ
মোস্তফা (সাঃ)
ভিন্ন কোন রসুল
ও শাফায়তকারী নাই।
অতএব তোমরা সেই মহা
গৌরব সম্পন্ন নবীর
সহিত প্রেমসূত্রে
আবদ্ধ হইতে চেষ্টা
কর এবং অন্য
কাহাকেও তাঁহার
উপর কোন প্রকারের
শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত
মসীহ মওউদ (আঃ)

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

সম্পাদক :
এ. এইচ. এম.
আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৭ বর্ষ ॥ ১৩ শ সংখ্যা
২৮শে কার্তিক ১৩৯০ বাংলা ॥ ১৫ই নভেম্বর ১৯৮৩ ইং ॥ ৯ই সফর ১৪০৪ হিঃ
বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ২০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৩ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী | ১৫ই নভেম্বর ১৯৮৩ | ৩৭শ বর্ষ ১৩শ সংখ্যা

* তরজমাতুল কুরআন : সুরা আ'রাফ (৮ম পারা ৩য় রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : "হযরত খাতামান নবীঈন (সাঃ) এর শান ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য"	অনুবাদ : এ, এইচ, এম আলী আনওয়ার	২
* অমৃত বাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)	৩
* জুম্‌য়ার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৫
* পবিত্র কুরআন ও বিজ্ঞান (৫) :	মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৬
* সংবাদ :	সংকলন : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	২০

শুভ বিবাহ

বিগত ৫ই আগষ্ট ১৯৮৩ বাদ জুময়া দারুত তবলীগ কেন্দ্রীয় মসজিদে ঢাকা সিটি মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার সিটি কায়েদ মোহাম্মদ আমীরুল হক (পিতা জনাব আহ্‌সান উল্লাহ, বর্তমান নিবাস মিরপুর, ঢাকা)-এর শুভ বিবাহ সুন্দরবন আঞ্জুমানে আহমদীয়ার জনাব সামাদ আলী গাজী সাহেবের ৪র্থ কন্যা মুসাম্মাৎ আনোয়ারা পারভীন-এর সাথে ১৫,০০০ (পনর হাজার) টাকা দেন-মোহর ধার্য্যে সুসম্পন্ন হয়, বিবাহ পড়ান মৌলানা আব্দুল আজীজ সাদেক সাহেব এবং দোয়া পরিচালনা করেন মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব বাঃ আঃ আঃ। উক্ত বিবাহ সর্বোতভাবে বরকতময় হওয়ার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

কৃতি ছাত্রী

(১) হুমেয়ারা বেগম (বেবী) ১৯৮৩ সালের এস, এস, সি পরীক্ষায় চার বিষয়ে লেটার লইয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। তাহার মোট নম্বর ছিল ৭০৪। সে চরদুঃখীয়ার (বর্তমানে আজিমপুর কলোনী-ঢাকা) জনাব আবুল কাশেম সাহেবের বড় মেয়ে এবং মৌলানা মাহমুদ আহমদ সাহেবের ভাতিজী। সে সকলের দোওয়া প্রার্থী।

(২) জিনত জাহানারা (দীনা) নজরুল শিক্ষালয় হইতে ৮৩ সালের ৮ম শ্রেণীর জুনিয়ার স্কলারশীপ পরীক্ষায় ১ম গ্রেডে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছে। সে ক্রোড়ার (বর্তমানে বড় মগবাজার-ঢাকা) জনাব ফরিদ উদ্দীন সাহেব (এডভোকেট)-এর কন্যা। সে সকলের দোওয়া প্রার্থী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৩৭ বর্ষ ১৩শ সংখ্যা

১৫ই নভেম্বর ১৯৮৩ইং : ২৮শে কার্তিক ১৩৯০ বাংলা : ১৫ই নবুওত ১৩৬২ হিঃ শামসী

সুরা আ'রাফ

[ইহা মক্কী সুরাহ, বিসমিল্লাহসহ ইহার ২০৭ আয়াত এবং ২৪ রুকু আছে]

অষ্টম পারা **৩য় রুকু**

২৭। হে আদম সন্তানগণ! আমরা তোমাদের জন্য এমন পোশাক সৃষ্টি করিয়াছি, যাহা তোমাদের লজ্জাস্থান সমূহকে আবৃত করে এবং সৌন্দর্য বিধান করে, কিন্তু তাকওয়ার পোশাক—ইহা, সর্বত্তোম, ইহা (অর্থাৎ পোশাকের বিধান) আল্লাহর আদেশাবলীর অন্যতম, যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

২৮। হে আদম সন্তানগণ! সাবাধন শয়তান যেন তোমাদিগকে (আল্লাহর পথ হইতে) বিপথগামী না করে, যে ভাবে সে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিল ; সে উভয়ের নিকট হইতে তাহাদের বস্ত্র হরণ করিয়াছিল, তাহাদের নিকট তাহাদের লজ্জাস্থানগুলিকে প্রকাশ করিয়া দেওয়ার জন্য সে এবং তাহার গোত্র তোমাদিগকে এমন স্থান হইতে দেখে যেখান হইতে তোমরা তাহাদিগকে দেখনা। নিশ্চয় আমরা শয়তানদিগকে ঐ সকল লোকদের বন্ধু বানাইয়া দিয়াছি, যাহারা ঈমান আনে না।

২৯। এবং যখন তাহারা কোন অশ্লীল কাজ করে, তখন তাহারা বলে যে, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে এরূপ করিতে দেখিয়াছি এবং আল্লাহ আমাদিগকে ইহারই হুকুম দিয়াছেন ; তুমি বলিয়া দাও, আল্লাহ্ কখনও অশ্লীল কাজের হুকুম দেন না, তোমরা কি আল্লাহ্র বিরুদ্ধে এমন কথা বল, যাহা তোমরা জাননা।

৩০। তুমি বল, আমার রব (আমাকে) ইনসাফের হুকুম দিয়াছেন, এবং আরও যে তোমরা প্রত্যেক (বার) মসজিদে (যাওয়া)-র সময় মনোযোগ কায়েম কর এবং এবাদতকে আল্লাহ্র জন্য খালিস করিয়া কেবল তাঁহাকেই ডাক, যে ভাবে তিনি তোমাদিগকে প্রথম পয়দা করিয়াছিলেন পুনরায় একদিন তোমরা সেই অবস্থার দিকে ফিরিয়া যাইবে।

(অবশিষ্টাংশ ৪-এর পাতায় দেখুন)

হাদিস শরীফ

হযরত খাতামান নবীঈন (সাঃ)-এর শান ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৩) হযরত ইমাম হাসান রাজি আল্লাহ্তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লামের অবয়ব সম্বন্ধে আমার মামা হিন্দ্ বিন আবি হালা (রাঃ) কে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অবয়ব বর্ণনায় দক্ষ ছিলেন। আমি চাহিতেছিলাম তিনি যেন আমার নিকট এমন কথা বলেন, যাহা আমার মনে উত্তমরূপে গাঁথা থাকে। হিন্দ বলিলেন : "আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের চেহারা ও আকৃতি প্রতাপান্বিত ও শ্রদ্ধাকর্ষক ছিল। চেহারা মুবারক চতুর্দশীর রাত্রের পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় কান্তিময় ছিল। দৈহিক উচ্চতায় তিনি খুব লম্বাও ছিলেন না এবং খাঁটও ছিলেন না। তাঁহার মাথা ছিল বড়। চুল কোঁকড়ানো ও ঘন এবং কর্ণ-লতিকা পর্যন্ত লম্বিত। তিনি সুদৃশ্য। বর্ণ উজ্জল শুভ্র। ললাট প্রশস্ত। ভ্রু দীর্ঘ, চিকন ও ভরা, পরস্পর মিলিত নয়, মধ্যভাগে খানিকটা সাদা জায়গা দেখা যাইত ; ক্রোধের সময় অধিকতর ভাসিয়া উঠিত। নাসিকা সরু ও আলোক-রশ্মিপূর্ণ, আপাত দৃষ্টিতে উঁচু। দাড়ি ঘন। গণ্ডদেশ কোমল, মসৃন। মুখগহ্বর প্রশস্ত। দাঁত উজ্জল। চোখের কোণ চিকন। গ্রীবাদেশ সুঠাম, রৌপ্যের ন্যায় উজ্জল এবং লৌহিতাভ। তাঁহার দেহের গঠন ছিল সর্বৈব সুঠাম। দেহ কিয়ৎ পরিমাণ স্থূল কিন্তু সুসমাঞ্জস্য পূর্ণ, মানানসই। বক্ষ প্রসস্ত, মোলায়েম এবং উদরদেশের সহিত সমতল। দেহের জোড়াংশগুলি মজবুত ও ভরা ছিল। দেহকান্তি সমুজ্জল। চর্ম পেলব। উদরদেশের মধ্যভাগে একটি সরু রেখা ছাড়া, যাহা বক্ষ হইতে নাভী পর্যন্ত প্রসারিত ছিল, বাকী লোমশুন্য ছিল। বক্ষ ও বাহুদেশ কুনুই পর্যন্ত লোমশ ছিল। কব্জা পর্যন্ত হস্তদ্বয় দীর্ঘ এবং হস্তের তালু আয়ত ও মাংসল ছিল। অঙ্গুলি দীর্ঘ। পায়ের তলদেশ উঠানো, নরম ও মসৃন, ভাহাতে পানি দাঁড়াইত না। পা তুলিবার সময় সম্পূর্ণ তুলিয়া চলিতেন। পদক্ষেপ দ্রুত এবং গুরুগম্ভির। চলন কিছু ক্ষিপ্র যেন উপর হইতে নামিতেছেন। কাহাকেও সম্বোধন করিতে তিনি তাহার দিকে পুরাপুরি মুখ ফিরাইতেন। দৃষ্টি সদা নিচের দিকে অবনত থাকিত। মনে হইত যেন উর্দ্ধ অপেক্ষা মাটির দিকেই তাঁহার দৃষ্টি অধিক নিবদ্ধ ছিল।

তিনি অধিকাংশ সময় অর্ধ উন্মীলিত চোখে দেখিতেন। সাহাবীগণের পিছনে পিছনে চলিতেন। তাঁহাদের খেয়াল রাখিতেন। কাহারো সহিত সাক্ষাত হইলে তিনি প্রথম সালাম দিতেন।"

('হাদিকাতুস সালেহীন গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ হইতে উদ্ধৃত)

অনুবাদ :—**এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার**

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

খোদাতায়ালার উপর নির্ভরশীল হইয়া পুর্ণ এখলাস (আন্তরিক নিষ্ঠা), স্পৃহা, উদ্দীপনা ও হিম্মতের সহিত কাজ কর, কেননা ইহাই খেদমত পালনের সময়।

দুনিয়া এক অস্থায়ী চলমান বাসস্থান। মানুষ যখন কোন প্রয়োজনীয় সময়ে কোন পুণ্যকাজ সম্পাদনে পুর্ণ যত্নবান হয় না, তখন হারানো সময় আর তাহার হাতে ফিরে আসে না। আমি নিজে দেখিতে পাইতেছি যে, জীবনের এক বৃহৎকাল অতিক্রম করিয়াছি এবং এলহামে-এলাহী এবং বিচার-বিবেচনায়ও প্রতীয়মান হয় যে, জীবনের আর স্বল্প অংশই অবশিষ্ট আছে। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার বর্তমানে আমার ইচ্ছা-আকাঙ্খানুযায়ী আমার উদ্দেশ্যাবলীতে সাহায্য-সহায়তাদান করিবে, আমি আশা রাখি যে, সে কিয়ামতেও আমার সঙ্গলাভ করিবে। এবং যে ব্যক্তি এরূপ জরুরী অভিযান ও কার্যাবলীতে অর্থদান করিবে, আমি অত্যাশা করি না যে, অর্থ-দাদে তাহার অর্থে কোনও অভাব সৃষ্টি হইবে, বরং তাহার অর্থে বরকত দেওয়া হইবে। সুতরাং আপনাদের উচিৎ যে, খোদাতায়ালার উপর নির্ভরশীল হইয়া পুর্ণ এখলাস (আন্তরীক নিষ্ঠা), স্পৃহা ও উদ্দীপনা এবং হিম্মতে বলিয়ান হইয়া কর্মতৎপর হউন, কেননা ইহাই খেদমত পালনের সময়। ইহার পর সেই সময় আসিতেছে, যখন একটি স্বর্ণের পর্বতও এই পথে ব্যয় করিলে বর্তমান যুগের একটি পয়সার তুল্যও হইবে না। ইহা এমন এক বরকতময় যুগ যে, তোমাদের মধ্যে খোদার সেই প্রেরিত পুরুষ বিদ্যমান, যাঁহার আগ-মনের জন্য উম্মত ও জাতিসমূহ অপেক্ষমান ছিল, (যে যুগে) প্রতিদিন খোদাতায়ালার নিত্যনতুন শুভসংবাদে ভরপুর তাজা ওহী নাযেল হইতেছে, এবং খোদাতায়ালা ক্রমাগত উপর্যপরি ধারায় প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন যে, প্রকৃত ও কার্যতঃ এবং নিশ্চিতরূপে সেই ব্যক্তিই এই জামাতে দাখিল বলিয়া বিবেচিত হইবে, যে তাহার প্রিয় মাল এই পথে খরচ করিবে।

ইহা সুস্পষ্ট যে, তোমরা দুইটি বস্তুকে মহব্বত করিতে পার না। তোমাদের জন্য সম্ভব নয় যে, তোমরা মালকেও ভালবাস এবং খোদাতায়ালাকেও ভালবাস। উহাদের শুধু একটিকেই ভালবাসিতে পার। এবং তোমাদের মধ্যে যদি কেহ খোদাকে ভালবাসিয়া তাঁহার

পথে মাল খরচ করে, তাহা হইলে আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, তাহার মালেও অন্যদের তুলনায় অধিক বরকত দান করা হইবে। কেননা, মাল আপনাআপনি আসেনা, বরং খোদা-তায়ালার এরাদা ও ইচ্ছায় আসে। সুতরাং যে ব্যক্তি খোদাতায়ালার উদ্দেশ্যে তাহার মালের একাংশ ত্যাগ করে, সে অবশ্য অবশ্যই তাহা পাইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি মালকে মহব্বত করিয়া খোদাতায়ালার পথে সেই খেদমত পালন করে না যাহা তাহার পালন করা উচিত, তাহা হইলে সে নিশ্চয় সেই মাল হারাইবে। ইহা কখনও ধারণা করিবে না যে, মাল তোমাদের প্রচেষ্টায় আসে, বরং খোদাতায়াসার পক্ষ হইতে আসিয়া থাকে। এবং ইহাও কখনও ধারণা করিবেনা যে, তোমরা মালের কোন অংশ দান করিয়া অথবা অন্য কোনও আকারে কোন খেদমত সম্পাদন করিয়া খোদাতায়ালা এবং তাঁহার প্রেরিত পুরুষের উপর কোন এহ্‌সান করিতেছ, বরং তাঁহারই এহ্‌সান যে, তোমাদিগকে তিনি খেদমতের আহ্বান জানাইতেছেন। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, তোমরা যদি সকলে মিলিয়া আমাকে পরিত্যাগ কর এবং খেদমত, সেবা ও সাহায়তায় পাশ কাটাইয়া যাও, তাহা হইলে তিনি আর এক জাতি লইয়া আসিবেন যাহারা তাঁহার খেদমত পালন করিবে। তোমরা নিশ্চিত জ্ঞান করিবে যে, এই কাজ আসমান হইতে প্রবর্তিত এবং তোমাদের খেদমত কেবল তোমাদেরই কল্যাণার্থে (নিরূপিত হয়)। সুতরাং এমন যেন না হয়, যে, তোমরা অন্তরে অহংকার পোষণ কর অথবা ইহা মনে কর যে, "আমরা আর্থিক বা অন্য কোন প্রকারের খেদমত পালন করি। আমি বারংবার তোমাদিগকে বলিতেছি যে, খোদাতায়ালা তোমাদের খেদমতের বিন্দুমাত্রও মুখাপেক্ষী নহেন। বরং তোমাদের উপর অবশ্য ইহা তাঁহার ফজল এবং অনুগ্রহ যে, তোমা-দিগকে তিনি খেদমত করার মওকা বা সুযোগ দেন।"

(তবলীগে রেসালত, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৫৩—৫৫)

অনুবাদ : মৌঃ **আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ,** সদর মুরুব্বী।

তরজমাতুল কুরআনের অবশিষ্টাংশ (১ম পৃষ্ঠার পর)

৩১। একদলকে তিনি হেদায়েত দিয়াছেন কিন্তু আর একদল আছে তাহাদের উপর বিপথ-গামিতা নিশ্চিত হইয়া গিয়াছে : (কারণ) তাহারা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া শয়তানদিগকে বন্ধু বানাইয়া লইয়াছে এবং তাহারা মনে করে যে তাহারা হেদায়েত পাইয়াছে।

৩২। হে আদম সন্তানগণ, তোমরা প্রত্যেক (বার) মসজিদে (যাওয়া)-র সময় সুসজ্জিত হও, এবং আহার কর, পান কর কিন্তু অপব্যয় করিও না, কারণ তিনি অপব্যয়কারীগণকে ভাল বাসেন না। (ক্রমশঃ)

['তফসীরে সগীর' হইতে কুরআন করীমের বঙ্গানুবাদ]

জুম্‌য়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[২৭শে হিজরত ১৩৬২ হিঃ শাঃ | ২৭শে মে ১৯৮৩ ইং মসজিদে-আকসা, রাবওয়ায় প্রদত্ত]

ইহা এক চলমান ও অবিচল সত্য যে খোদাতায়ালার নামে হক্ ঘোষণাকারী ও সত্যের বাণী প্রচারকারীদের জন্য অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হয় এবং উহাকে অনিবার্যরূপে পুষ্পোদ্যানে পরিবর্তিত করিয়া দেওয়া হয় ।

দলিল-প্রমাণ সত্যে প্রতিষ্ঠিত ও সত্যের প্রভাবসম্পন্নই হইয়া থাকে কিন্তু দলিল-প্রমাণের বলেই বিজয় আসে না, বিজয় আসে খোদাতায়ালার উপর নির্ভরশীলতা এবং তাহার সহিত নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের দ্বারাই।

আপনাদিগকে সকল জাতির মধ্যে বিদ্যমান ও বদ্ধমূল পাপ ও অনাচারের মোকাবিলায় আত্ম-নিয়োজিত হইতে হইবে কিন্তু ইহা যত ভয়ানক ও বিপজ্জনক মোকাবিলা কিন্তু ততই শানদার ও মর্যদাপূর্ণ পরিণাম আপনাদের জন্যই নির্ধারিত।

এই কামেল একীন ও দৃঢ় বিশ্বাসে কায়েম থাকুন যে, সকল জাতির খোদা আপনাদের সঙ্গে আছেন, তাহার সহিত সম্পর্ক স্থাপনে যত্নবান হউন, আপনাদিগকে ঐ যাবতীয় মো'জেযা ও অলৌকিক ক্রিয়া দান করা হইবে, যেগুলি পূর্বকালে যুগে যুগে প্রকাশিত হইয়াছিল।

দোওয়া করুন এবং আল্লাহতায়ালার উপর তওক্কল করিয়া, তাহাতেই আস্থাবান হইয়া আগুয়ান হউন।

অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী সেই জাতি, যাহাদিগকে এই আজিমুশ্বান কাজের জন্য মনোনীত করা হইয়াছে।

তাশাহুদ ও তায়াওউয এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) সুরা আল-আম্বিয়া-এর নিম্নরূপ আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করেন ;

ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به علمين o.....
تالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين o فجعلهم جذاذا الا
كبيرهم لعلهم اليه يرجعون..... قال بل فعله - كبيرهم هذا فاسئلوهم
ان كانوا ينطقون.....قلنا يانار كونى بردا وسلما على ابراهيم o
وارادوا به كيدا فجعلنهم الاخسرين o (সুরা আল-আম্বিয়া : ৫২—৭১আয়াত)

তারপর হুজুর বলেনঃ বিপক্ষগণের সহিত ইব্রাহীম (আঃ)-এর যে সকল তর্কযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল সেগুলির একটির বৃত্তান্ত উল্লেখ করিতে গিয়া আল্লাহতায়ালা বলেনঃ 'আমরা ইব্রাহীমকে পূর্ব হইতেই বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি ও হেদায়েত (নির্ভুল পথের নির্দেশনা) দান করিয়াছিলাম এবং ইব্রাহীমের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা উত্তমরূপে অবহিত ছিলাম। তাঁহার অন্তঃস্থিত শক্তি ও ক্ষমতাগুলির উপর আমাদের সম্যক দৃষ্টি ছিল। তিনি একজন গভীর ও মহান গুণাবলী সম্পন্ন সত্যবান ব্যক্তি ছিলেন, তিনি অগাধ বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন। সেজন্য অযৌক্তিক কোন কথা বলা তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই সবকিছু জানার পর আমরা এই ঘটনাটি বর্ণনা করিতেছি। যখন ইব্রাহীম তাঁহার পিতা এবং তাঁহার কওমকে বলিলেন, 'এই সব বোত্ বা প্রতিমা তোমরা কি জিনিস তৈরী করিয়াছ—যেগুলির সামনে আত্মোৎসর্গ করিয়া বসিয়াছ এবং ধন্না দিয়া পড়িয়া থাক ? তবে এসব কি জিনিস—বলিতে পার কি ?' গোত্রের লোকেরা বলিল, 'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে এরূপ করিতে দেখিয়াছি—তাহারা এই মূর্তিগুলির পূজা (আরাধনা) করিতেন।' হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, 'আচ্ছা! এই ব্যাপার! তাহা হইলে তোমরাও এবং তোমাদের পিতৃ-পুরুষগণও খোলা খোলা গুমরাহি ও পথ ভ্রষ্টতায় নিপতিত। একটি মাত্র জেনারেশনের ব্যাপারই নয় বরং ইহাতে তো প্রতীয়মান হয় এই যে বংশ পরাম্পরায় তোমরা বিকারগ্রস্থ হইয়াছ। তাহারাও বিপথগামী ছিল এবং তোমরাও বিপথগামী।' অর্থাৎ যদি কেহ এই যুক্তি তুলিয়া ধরে যে, সে তাহার পিতৃ-পুরুষকে যেহেতু এই পদ্ধতির অনুসারী পাইয়াছে, সেজন্য সে সত্যবাদী, তাহা হইলে ইহা একটি অযৌক্তিক কথা বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে। কেননা যদি সে নিজে মিথ্যার অনুসারী হয়, তাহা হইলে ইহার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, তাহার পিতৃ-পুরুষও মিথ্যার অনুসারী ছিল। কথাটার যোগ-ফল বা সিদ্ধান্ত ইহাই দাঁড়াইতে পারে। কিন্তু পিতৃ-পুরুষরা যেহেতু এরূপ করিয়াছিল, সেজন্য তোমরা সত্যবাদী এই সিদ্ধান্তে কিরূপে আসা যায় ? এই দলিল বা যুক্তিটিই ছিল, যাহা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কওমের লোকদের দিকে ঘুরাইয়া দিতেছেন।

তারপর কওমের লোকেরা বলিল, 'হে ইব্রাহীম! তুমি কি কোন বিশেষ সত্য সহকারে আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছ—এরূপ একটা সত্য, যাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না ? কিম্বা তুমি আমাদের সহিত বিদ্রুপ করিতেছ ? হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ইহার

উত্তর দিলেন এই যে তোমাদের রাব্ব্ হইলেন পৃথিবী ও আকাশমালার রব্ব্ যিনি এগুলিকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই কথাটি আমি একজন সত্যকার সাক্ষ্যদাতা হিসাবেই বলিতেছি। আমি ইহা ব্যতীত অন্য কোন সত্য আছে বলিয়া জানিনা। আমি সাক্ষ্য দান করিতেছি যে, তিনি ব্যতীত আর এমন কেহ নাই যিনি পৃথিবী ও আকাশমালা সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং ইহার বিরুদ্ধে তোমরা কোনই সাক্ষ্য পেশ করিতে পার না, এবং পারিবে না।'

ইহার পর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, আমি যাঁহার কথা বর্ণনা করিতেছি সেই খোদার শপথ করিয়াই বলিতেছি যে, নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতিমাদের ব্যাপারে একটা তদ্বির (কৌশলগত কাজ) করিব যদ্বারা তাহাদের মিথ্যা ও অসারতা প্রতিপন্ন হইয়া যাইবে। কিন্তু আমি এই তদ্বিরটি এমন এক সময়েই করিব যখন তোমরা আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে এবং প্রতিমাগুলিকেও খালি অর্থাৎ অরক্ষিত অবস্থায় রাখিয়া যাইবে। আমি অবশ্যই একটা কিছু করিব কিন্তু এমন কিছু একটা কাজই করিব যাহা আমি তোমাদের উপস্থিত থাকিতে করিতে পারি না, কেননা তোমরা আমাকে তাহা করিতে বাধা দিবে। অতএব আমি যখন দেখিব যে তোমাদের প্রতিমাগুলি খালি পড়িয়া আছে, যখন সেগুলি তোমাদের তত্ত্বাবধান ও হেফাজতের বাহিরে আছে তখন আমি উহাদের সঙ্গে কোন একটা ব্যাপার ঘটাইয়া দিব।'

সুতরাং হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সুযোগ পাইয়া সেই মূর্তিগুলিকে ভাঙ্গিয়া খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া দিলেন, শুধু একটি ব্যতীত, যাহা উহাদের সবচেয়ে বড় ছিল لعلهم اليه يرجعون।—যাহাতে তাহারা এই ব্যাপারে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রতি ফিরিয়া যায়, (অনুসন্ধানের জন্য তাঁহার দিকেই প্রত্যাবর্তন করে)।

এখানে اليه (ইলাইহে)-এর সর্বনামটি বড় প্রতিমাটির দিকে যায় না বরং হযরত ইব্রাহীমের দিকেই যায়, কেননা পরবর্তী আয়াত সে অর্থেই বিষয়টিকে খুলিয়া দিবে। সুতরাং হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সুস্পষ্টতঃ ইহা বলেন নাই যে, বড় প্রতিমাটিকে জিজ্ঞাসা কর বরং ভগ্ন প্রতিমাগুলিকে জিজ্ঞাসা করার জন্য বলিয়াছিলেন। সেজন্যই সেখানে বহুবচন ব্যবহার করিয়াছেন। সুতরাং হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পূর্ব হইতেই ভূমিকা ছিল এই যে, তিনি যাহাতে কওমের লোকদিগকে পূর্বাহ্নে হোশিয়ার করিয়া দেন যে, ঘটমান ব্যাপারটির জন্য দায়ী তিনিই এবং যখন কিছু ঘটিয়া যাইবে তখন তাহারা যেন তাঁহার দিকেই ফিরিয়া যায়, কোন ভুল বুঝাবোঝি ও বিভ্রান্তির মধ্যে যেন পতিত না হয় যে কাজটাকে করিল এবং কেন করিল। অর্থাৎ সূচনা হইতেই তিনি বিষয়টির সুস্পষ্টতঃ ব্যাখ্যা দিয়া আসিয়াছেন।

قالوا من فعل هذا بالهتنا কওমের কিছু অনভিজ্ঞ লোকও ছিল, তাহাদের জানা ছিল না যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) জাতির কিছু সখ্যক লোকের সহিত কি কথা বলিয়াছিলেন। সেজন্য তাহারা বলিল, 'ঐ ব্যক্তিটা কে—যে আমাদের প্রতিমার সহিত এই আচরণ করিয়াছে? নিশ্চয় সে বড়ই জালিম।' তখন যে শ্রেণীটির সহিত হযরত ইব্রাহীমের কথাবার্তা হইয়া-

ছিল তাহারা বলিল, 'আমরা ইব্রাহীম নামক এক যুবককে এইরূপ কথা বলিতে শুনিয়াছিলাম অর্থাৎ সে কোন গোপন ও গা-ঢাকা দেওয়া চোর নয়; সে তো খোলাখুলিভাবেই বলিতেছিল যে সে এই কাজ করিবে, সেজন্য অনিবার্যরূপে সে-ই এসব কিছুর ঘটক। তারপর, তাহারা বলিল, 'আচ্ছা! সে যে-ই হইয়া থাকুক, তাহাকে ধরিয়া আন এবং জনসাধারণের সামনে তাহাকে পেশ কর, যাহাতে তাহারা দেখিয়া নেয়, এই দুঃসাহসিক ব্যক্তিটা কে—যে এরূপ কাণ্ড করিতে পারে?'

সুতরাং ভরা মজলিসে যখন জাতির সমবেত লোকজনের সামনে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে পেশ করা হইল, তখন তাহারা বলিল, 'হে ইব্রাহীম! তুমি কি আমাদের প্রতিমাগুলির সহিত এই কাজ করিয়াছ? قال بل فعله كبيرهم هذا—ইহার দুইটি অর্থ হইতে পারে। একটি যেমন 'তফসীরে সগীর'-এ বর্ণিত আছে এবং আমাদের বহু আলেম ঐ তরজমাটিই করিয়াছেন। فعله (ফায়ালাহু)-এর পরে ওক্‌ফ (পূর্ণচ্ছেদ) চিহ্ন দেওয়া আছে এবং তরজমা করা হইয়াছে এই যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) উত্তর দিলেন, "কোন ঘটনাকারী—কেহ না কেহ ইহা করিয়াছে' অর্থাৎ فعله-এর ফায়েল বা কর্তার কথা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) উত্তরে উল্লেখ করেন নাই, (উহ্য রাখিয়াছেন)। কওমের লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি এই কাজ করিয়াছ? তিনি বলিলেন, ঘটনকারী কেহ ইহা করিয়াছে, كبيرهم هذا প্রতিমাগুলির সবচাইতে বড়টি হইল ইহা; فسئلوهم ان كانوا ينطقون—'এইগুলিকে জিজ্ঞাসা কর, যদি ইহারা কথা কহিতে পারে।" সুতরাং আমার উদ্দেশ্য ছিল ইহাই যে এখানে পৌঁছিয়া হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সর্বনামটি ('হুম') বড় প্রতিমাটির দিকে ফিরান নাই এই বলিয়া যে 'ইহাকে জিজ্ঞাসা কর'—বরং বলিতেছেন, 'ভগ্ন প্রতিমা সকলকে জিজ্ঞাসা কর, যদি ইহারা কথা কহিতে পারে।' উত্তর দেওয়ার ইহা একটি ভঙ্গিমা; ইহার মধ্যে একটি হিকমাত রহিয়াছে। সেই হিকমাতটি কি তাহা আমি বর্ণনা করিব।

যাহা হউক, এই তরজমাটি গ্রহণ করা যাইতে পারে এবং ইহার বিরুদ্ধে যুক্তিযুক্তভাবে কোন অকাট্য দলিল পেশ করা যাইতে পারে না যে এই তরজমাটি সঠিক নয়। فعله এর পরে ওক্‌ফ চিহ্ন থাকিতে পারে (যেমন, তাহা আছেও বটে)। কাজেই ইহার অর্থ এই দাঁড়াইবে যে "কোন ঘটয়িতা ইহা ঘটাইয়াছে; ইহাদের মধ্যে সবচাইতে বড় হইল এই (মূর্তি-)টা এবং ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া লও যে কিভাবে কি ঘটিয়াছে।' কিন্তু এই তরজমার উপর ছোট একটি আপত্তি আরোপ হইতে পারে যে, বড় প্রতিমাটাকে যখন এজন্যই বাঁচান হইয়াছিল যেন মানুষ উহার দিকে ফিরে এবং এ বড়টিই অন্যান্য মূর্তিগুলিকে ভাঙ্গিয়াছে বলিয়া যেন প্রমাণ করা হয়, তখন স্বতঃই আবার একটি প্রশ্নের উদ্রেক হইতে পারিতো যে, ঐ বড় মূর্তিটার নিকট জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন না কেন? অক্ষতরূপেও উহাই ছিল বিদ্যমান—জিজ্ঞাসার্থে উহার কথা কেন উল্লেখ করা হইল না? ভাঙা-চোরা মূর্তিগুলির নিকট জিজ্ঞাসা করিতে কেন বলিলেন? কিন্তু فعله এর সর্বনামটি (১)

যদি كَبِيرُهُمْ-এর দিকে ফিরান হয় তাহা হইলে আবার এই আপত্তি উঠে না। فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هٰذَا-এর অর্থ দাঁড়াইবে এই যে, নিশ্চয় এ মূর্তিটাই এই কাজ করিয়াছে, তবে আসামী তো স্বীকারোক্তি করে নাই, তাই যেগুলিকে সে মারিয়াছে উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর। যদি তাহারা কথা বলিতে পারে তাহা হইলে ইহারা বলিয়া দিবে। আর যদি তোমাদের খোদা এমনই হইয়া থাকে যাহারা মার খাইয়া মরিয়া যায় তাহা হইলে তো ইহারা কথাও বলিতে পারিবে না। কিন্তু তোমাদের দাবী যদি ইহাই হইয়া থাকে যে তোমাদের খোদা মরে না তাহা হইলে তো মুখ খুলিয়া তাহাদের কিছু বলা উচিত। তাই যাহারা অত্যাচারিত হইয়াছে, তাহাদের নিকট কেন জিজ্ঞাসা কর না যে, তোমাদিগকে কে মারিয়াছে ?

বাক্যবিন্যাসের দিক হইতে বাহ্যতঃ এই তরজমা অধিকতর সমীচীন বলিয়া দেখা যায় কিন্তু ইহার উপর এই আপত্তি আসে যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যেন নাউযুবিল্লাহ মিথ্যা কথা বলিয়াছেন। সেজন্য সেলসেলা আলিয়া আহ্‌মদীয়ার যে সকল আলেমই পূর্বোল্লেখিত তরজমাটি করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই সম্ভাব্য আপত্তি হইতে বাঁচার জন্যই এ তরজমাটি করেন। নবী নিষ্পাপ হইয়া থাকেন—ইহা আমাদের বোনিয়াদী আকায়েদ (ধর্ম বিশ্বাস)-এর অন্তর্ভুক্ত। নবী কখনও মিথ্যা কথা বলিতে পারেন—ইহার প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং শোষক্ত তরজমাটিতে যেহেতু হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মিথ্যা বলিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় সেজন্য ইহাকে এড়াইবার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় স্তরের তরজমাটি গ্রহণ করা হয়। অন্য কথায়, একটি মজবুরী বা বাধ্যবাধকতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। অন্যথায়, বাক্যের পূর্বাপরের দিক হইতে শেষোক্ত তরজমাটি সমীচীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

যতখানি আমি চিন্তা করিয়াছি, এই ক্ষেত্রে আমার মতে ঐরূপ কোন মজবুরী বা বাধ্যতামূলক প্রতিবন্ধকতা বলিয়া কিছুই নাই, অর্থাৎ—'হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, এই বড় মূর্তিটা এ দুর্দশা ঘটাইয়াছে, তোমরা এই মূর্তিগুলিকে জিজ্ঞাসা করিয়া লও'--এ অর্থটিই যদি গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে বস্তুতঃপক্ষে কোনরূপ মিথ্যার প্রশ্ন উঠে না। কেন ? ইহার কারণ আমি দর্শাইতেছি। যদি আমরা সত্য এবং মিথ্যার সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণ করি—মিথ্যা বা সত্য বলিতে কি বুঝায়, সেই মতে যদি ইহাদের কোন সামগ্রিক ও অকাট্য সংজ্ঞা নিরূপন করি, তাহা হইলে এমন ধরণের কোন কোন ব্যাপারও আপনাদের সামনে আসিতে পারে, যেমন কোন ব্যক্তি বাস্তব ঘটনা বিরোধী কথা বলিতেছে কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সে মিথ্যা বলিতেছে না ; আবার আর একজন বর্ণনাকারী ঘটনা সঠিকই বর্ণনা করিতেছে কিন্তু সে বস্তুতঃ মিথ্যা বলিতেছে। উক্তি বা বক্তব্যের এই প্রকট ও সন্দেহতীত আকার দুইটি সচারচর আমাদের সামনে উপস্থিত হইয়া থাকে। যেমন, বাচ্চা কোন সময় বিরক্ত করে এবং জিজ্ঞাসা করে যে অমুক জিনিসটি কোথায় ? আপনি বলেন, 'মাটি গিলিয়া ফেলিয়াছে অথবা আকাশে মিশিয়া গিয়াছে।' অথচ এরূপ উক্তি সম্পূর্ণ ঘটনা বিরোধী হইয়া থাকে। কিম্বা যেমন,

টেবিলটি যথাস্থানেই রাখা আছে, কিন্তু কেহ চটিয়া গিয়া উত্তর দেয়, 'আমি উহা খাইয়া ফেলিয়াছি, আমার উদর হইতে বাহির করিয়া লও!' অথচ এ উক্তিটিও সম্পূর্ণ ঘটনা বিরোধীই বটে কিন্তু কোন সুবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিই ইহাকে মিথ্যা বলিবে না। এজন্য যে বক্তব্য-কারী জানে যে অপরে ইহা বিশ্বাস করিবে না এবং অন্যে ইহা বিশ্বাস করুক সে উদ্দেশ্যেও বক্তা ইহা বলে না।

সুতরাং মিথ্যা বলিতে ইহা বুঝায় যে, ঘটনা বিরুদ্ধ কথা এ উদ্দেশ্যে বলা যেন অপরে উহা বিশ্বাস করিয়া নেয় এবং বক্তা তাহার মনে অন্যে ইহা বিশ্বাস করিতে পারে বলিয়া সম্ভাবনা পোষণ করে। কিন্তু যদি সে উহার বিপরীত উদ্দেশ্য বা ধারণা পোষণ করে এবং বক্তার মনে পূর্ণ প্রত্যয় বিদ্যমান থাকে যে অন্যে ইহা বিশ্বাসই করিতে পারে না বরং ইহার দ্বারা বক্তা অন্য কিছু বুঝাইতে চায়, তাহা হইলে ইহা মিথ্যা নয়। তেমনিভাবে ইহার বিপরীত দৃষ্টান্ত হইল এই যে, ঘটনা তো সত্য, কিন্তু বক্তা মিথ্যাবাদী। ইহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত কুরআন করীমে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালা সুরা আল-মুনাফেকুনে বলিতেছেন :

اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم
انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون ٥

অর্থাৎ, হে মোহাম্মদ (সাঃ)! মুনাফেকগণ তোমার নিকট আসে এবং হলপ করিয়া বলে যে, হে মোহাম্মদ (সাঃ)! আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি আল্লাহ্‌র রসুল। আল্লাহ ভালরূপই জানেন যে (হে মোহাম্মদ!) তুমি আল্লাহর রসুল। কেননা যিনি পাঠাইয়াছেন তিনিই উত্তম জানেন। ইহা সত্ত্বেও খোদাতায়ালা সাক্ষ্যদান করেন যে, এই মুনাফেকরা মিথ্যা বলিতেছে। কেননা ইহাতে তাহারা আস্থা রাখে না, তাহাদের উদ্দেশ্য ইহা নয় যে অন্যেরাও ইহাকে সত্য ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করিয়া লউক, বরং উদ্দেশ্য তাহাদের এইটুকু যে অন্যেরা যেন স্বীকার করিয়া নেয় যে তাহারা ইহা সত্য বলিয়া মনে করে। সেজন্য তাহাদের উক্তিটি মিথ্যা হইয়া গেল।

সুতরাং আপনারা যদি সত্য এবং মিথ্যাকে বিশ্লেষণ করেন তাহা হইলে উক্তি বা বক্তব্যের উল্লিখিত আকার বা প্রকার দুইটি সামনে আসিয়া যায়। ঘটনা বিরোধী কথা বর্ণনা করা হইতেছে কিন্তু মিথ্যার সঙ্গে উহার লেশমাত্র সম্বন্ধ নাই। আবার সম্পূর্ণ সত্য কথাই বলা হইতেছে—এমন সত্য যে, তাহা অপেক্ষা সত্য মানুষের সামনে আর কখনও উপস্থিত হয় নাই অর্থাৎ তৌহিদের কলেমা তথা 'আল্লাহ একক'—ইহা সর্বা-পেক্ষা সত্য কথা। আর ইহার পরে পরেই সর্বাপেক্ষা সত্য কথা হইল এই যে, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম আল্লাহ্‌র রসুল। আল্লাহতায়ালা বলেন যে, এই মুনাফেকরা দৃশ্যতঃ সর্বাপেক্ষা সত্য কথা বলিতেছে কিন্তু তাহারা মিথ্যাবাদী।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ক্ষেত্রে ঘটনাটি কি ঘটিয়াছিল? ঘটনার পুর্বে সুচনাতেই জাতির নিকট হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ইহা ব্যক্ত করিয়া দেওয়া যে, 'আমি তোমাদের

প্রতিমাগুলির সহিত একটা কিছু কাণ্ড ঘটাইতে যাইতেছি'—ইহা সন্দেহাতীতভাবে ও অকাট্যরূপে সপ্রমাণ করে যে, (ঘটনা ঘটার পর) তিনি এমন কোন কথা বলিতেছেননা যদ্বারা তিনি নিজের উপর হইতে বস্তুতঃপক্ষে দোষ সরাইতে ও অভিযোগ এড়াইতে চান। তিনিতো প্রকাশ্যে স্পষ্টতঃ বলিয়া দিয়াছিলেন যে তিনি তাহাদের মূর্তিগুলির সহিত একটা কিছু ঘটনা ঘটাইবেন এবং তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে কওমের লোকদের পক্ষে অন্য কেহ ইহা ঘটাইয়াছে এরূপ মনে করার মত কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না, বরং তাহাদের হৃদয় সাক্ষ্য দিবে যে, ইহা মিথ্যা। সুতরাং মিথ্যার প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন করার উদ্দেশ্যেই ঘটনাটি বর্ণনা করা হইতেছে, মিথ্যার সমর্থনের উদ্দেশ্যে বলা হইতেছে না, বরং একেবারেই বিপরীতমুখী ফল ও সিদ্ধান্ত উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখানো হইতেছে। নিঃসন্দেহে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর উক্তিটি মিথ্যার উপর হইতে পর্দা অপসারণ করিতেছে, এমন নয় যে তিনি লেশমাত্রও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন বরং তাঁহার এই উক্তিটি এমনই সর্বাঙ্গ সাবলীল ভাবমাধুর্যে ভরপুর উচ্চাঙ্গীণ বচনভঙ্গীতে আবরণ উন্মোচন করিতেছে যে কুরআন করীম সাক্ষ্যদান করে যে জাতির সর্বসাধারণেরা যখন গভীর মনে চিন্তামগ্ন হয়, তখন তাহাদের অন্তর হইতে এই ডাক আসে যে, 'অবশ্য তোমরাই জালেম'—প্রকৃত সত্য ইহাই যে, এই সকল মূর্তির মধ্যে সত্যের লেশমাত্রও নাই। نكسوا على رؤسهم—ইব্রাহীম (আঃ)-এর মোকাবিলায় তাহারা যেন মুখ থুবড়াইয়া পড়িল, তাহাদের উপর এমন আঘাত পড়িল যে তাহারা মাথার ভরে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

মোটকথা, বিষয়বস্তুটির পূর্বাপার সামগ্রিকভাবে ইহাই প্রকাশ করিতেছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহার উক্তিটি এক অতি উচ্চ পর্যায়ের যুক্তিপূর্ণ দলিল হিসাবে প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং আল্লাহ্‌তায়ালা সূচনায় সগর্বে বর্ণনা করেন যে আমরা ইব্রাহীমকে 'রুশ্‌দ'—প্রজ্ঞা ও হেদায়াত দান করিয়াছিলাম। প্রজ্ঞা ও হেদায়াতের পর কি খোদাতায়ালা উহার দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ হিসাবে মিথ্যার বৃত্তান্তই তুলিয়া ধরার কথা? ইহা তবে আচ্ছা 'রুশ্‌দ'! বস্তুতঃ আল্লাহ্‌তায়ালা বড়ই শানের সহিত প্রশংসাচ্ছলে বর্ণনা করিতেছেন যে, যে বান্দার কথা উল্লেখ করিতে যাইতেছি তাহাকে আমরাই 'রুশদ'—পরিপক্ক ও পরিশ্রুত জ্ঞান-বুদ্ধি দান করিয়াছিলাম এবং তাহার গুণাবলী সম্বন্ধে গভীরভাবে ওয়াকেফহাল ছিলাম—এইরূপে সম্পূর্ণ অবগত হওয়ার পর তাহাকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ পেশ করিতেছেন; অতঃপর তুলিয়া ধরিলেন নাউযুবিল্লাহ্‌ মিথ্যাবাদ পূর্ণ বৃত্তান্ত ও ঘটনা!! ইহা একেবারেই অর্থহীন কথা। খোদাতায়ালা এরূপ করিতে পারেন—ইহার প্রশ্নই উঠে না। অতএব, হযরত ইব্রাহীমের মিথ্যা বলার লেশমাত্রও প্রবণতা ছিল না—এ বিষয়টি প্রথমেই স্পষ্টরূপে খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। তিনি পূর্বেই কওমকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে তিনি ঐ কাজটি করিতে যাইতেছেন। সেজন্য পরবর্তীতে যে ঘটনাটি আল্লাহতায়ালা বর্ণনা করেন উহা হইল 'ফাসাহত ও বালাগত'—প্রাঞ্জল বচনভঙ্গী ও সাবলীল ভাব মাধুর্যের এক পরাকাষ্ঠা এবং বিরুদ্ধবাদীদিগকে ভ্রান্ত ও মিথ্যাবাদী বলিয়া সাব্যস্ত করার অতি উচ্চ পর্যায়ের এক দলিল বা যুক্তি। فرجعوا الى انفسهم —ইহার একটি অনুবাদ তো এই যে, তাহারা আত্ম-মগ্ন

ও আত্মানুসন্ধানে নিয়োজিত হইয়া চিন্তা-ভাবনা করিল, এবং তাহাদের অন্তর হইতে স্বতঃস্ফূর্ত সাক্ষ্য ধ্বনিত হইল :— انكم انتم الظالمون —'নিশ্চয় তোমরাই হইতেছ বস্তুতঃ জালেম'।

কিন্তু পরাভূত হইয়া তাহারা জেদ ধরিয়া ঢেঁটা হইয়া পড়িল এবং পরাজয় স্বীকার করিয়া নেওয়ার পরিবর্তে অবশেষে তাহারা বলিল এই যে :— لقد علمت ما هؤلاء ينطقون

—"হে ইব্রাহীম ! তুমি নিজে ভালরূপেই জান, বরং আমাদের অপেক্ষা তুমি অধিক জ্ঞাত যে এই মূর্তিগুলি কথা বলিতে পারে না, এইগুলিতো নিঃপ্রাণ বস্তু ; এইগুলিকে ভাঙিয়া-চুরিয়া তুমি বড়ই জুলুম করিয়াছ।" ইহার দ্বারাও প্রতীয়মান হইল যে তাঁহার জাতির লোকেরা জানিত যে ইব্রাহীম (আঃ) মিথ্যা বলিতেছেন না।

ইহাতে ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন, افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم و لا يضركم

অর্থাৎ, 'তোমাদের কথাটি তো সত্য যে এই প্রতিমাগুলি আঘাত হানে নাই, ইহারা আঘাত হানিতে পারিতও না—বস্তুতঃ ইহারা কিছুই করিতে পারে না। যদি আঘাতও হানিত, ইহারা তো কথা বলিতেও অক্ষম, একেবারে প্রাণহীন বস্তু। ইহাদের মধ্যে কোন সারবস্তু নাই। আর যেগুলি এতই অন্তঃসারশুন্য বস্তু, যে সেগুলি তোমাদের না কোন উপকার করিতে পারে, আর না কোন অপকার। এগুলির মধ্যে তোমাদের কোন উপকার এজন্য নিহিত নাই যে ইহাদের মধ্যে কোন কর্মশক্তি নাই এবং ক্ষতির কোন সম্ভাবনা এজন্য নাই, যে ইহারা কাহাকেও মারিতেও পারে না, তাই ইহাদের দ্বারা মানুষের ক্ষতিই বা কি হইতে পারে ? ইহারা না তো সপক্ষে কথা বলিতে পারে, না বিপক্ষে ! না তো স্বপক্ষে কোন কর্ম সাধিত করিতে পারে, আর না বিপক্ষে কোন কাজ করিতে পারে !!'

এই পর্যায়ে জাতির লোকেরা বলিয়া উঠিল, 'ইব্রাহীমকে আগুণে নিক্ষেপ কর।' সুতরাং তাহারা বলিল : حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فعلين

অর্থাৎ, 'যদি তোমাদের কিছু করিতেই হয় তাহা হইলে ইহা ব্যতীত আর কোন উপায় নাই যে তাহাকে আগুনে নিক্ষেপ কর।' এই সেই সিদ্ধান্ত, যাহা নবীদের বিরুদ্ধবাদী জাতিরা সদা-সর্বদা গ্রহণ করিয়া থাকে। যখন দলিল-প্রমাণ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়, যখন 'হুজ্জত' (যুক্তি জ্ঞান) চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হয়, উহার পর—আল্লাহতায়ালা বলেন—**সাবেক চিরাচরিত রীতি** ইহাই চলিয়া আসিতেছে যে, তখন বিরুদ্ধবাদীরা চটিয়া গিয়া লড়াই ও বলপ্রয়োগে উদ্যত ও তৎপর হইয়া উঠে এবং (যুক্তি-জ্ঞানে) নিজেদের পরাজয় স্বীকার করিয়া লয় না। সুতরাং কোন কোন বিরুদ্ধবদীর ফয়সালা হইয়া থাকে এই যে, ঈমান আনয়নকারীরা হয়তো (বলপ্রয়োগের চাপে) আমাদের মধ্যে ফিরিয়া আসুক, নয় তো তাহাদিগকে দেশ হইতে বাহির করিয়া কিম্বা কতল করিয়া দাওয়া হইবে—ইহা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। কোন কোন সময় তাহারা নোটিশ দেয় বা ঘোষণা করে যে তোমাদিগকে তিনদিনের সময় দেওয়া হইতেছে। হয়তো তওবা কর—এবং তওবা বলিতে বুঝায় এই যে তোমরা আমাদের অভিমতে ফিরিয়া আস, নতুবা কতল হওয়া মঞ্জুর কর অথবা এই দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাও।

'তিন দিনের' কথা ব্যতীত বাদবাকী কথা তাহাই আছে যাহা কুরআন করীম কর্ণনা করে, যেমন হযরত নুহ (আঃ)-এর জাতি বলিয়াছিল। কিন্তু আল্লাহতায়া বলেন, আযাব বা নির্যাতনের শুধু একটা পদ্ধতিই নয় যাহা বিরুদ্ধাবাদীরা অবলম্বন করিয়া থাকে, বরং কোন কোন সময় অন্যান্য পদ্ধতিও গৃহীত হয়। সেগুলির মধ্যে জ্বালাও-পোড়াও এবং জলজ্যান্ত মানুষকে অগ্নিদগ্ধ করার প্রয়াসও শামিল। দুর-অতীতের ঘটনাবলী তো দুর-অতীতের, আমরা তো এই সব ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সেজন্য এই আয়াতগুলির প্রকৃত তত্ব ও স্বরূপ সর্বপেক্ষা আহমদীরাই অনুধাবন করিতে পারে। কেননা তাহাদের উপর দিয়া এসব ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে এবং আয়েন্দাও ঘটিবে। আমরা এই সব অগ্নিকুণ্ডের মধ্য দিয়া অতিক্রমে অভিজ্ঞ। সেজন্য আমরা জানি যে অবিকল এইরূপই ঘটিয়া থাকে। আজ কুরআনী আয়াত—(قلنا يٰنار كونى بردا وسلاما على ابرٰهيم)-এর সত্যতার সর্বাপেক্ষা বড় সাক্ষী হইল জামাত আহমদীয়া এবং তাহারা আয়াতের অপর অংশেরও সাক্ষী। আল্লাহ তায়ালা বলেন, যখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কওম বলিল, 'এখন ইব্রাহীমকে আগুনে নিক্ষেপ করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই, তখন আমরা বলিলাম, يٰنار كونى بردا وسلاما على ابرٰهيم—'হে অগ্নি! ইব্রাহীমের প্রতি শীতল ও নিরাপদ হও এবং শান্তির কারণ হইয়া যাও।' وارادوا به كيدا فجعلنٰهم الاخسرين—তাহারাও একটা তদ্বির বা কৌশল করিয়াছিল কিন্তু আমরা তাহাদের তদ্বির ও কৌশলকে উলট-পালট করিয়া দিলাম এবং উলটা তাহাদিগকেই ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে ফেলিয়া দিলাম।

সুতরাং যে জামাত কুরআনী সাক্ষ্যের একাংশ বড়ই শান ও জাঁকজমকের সহিত বাস্তবায়িত হইতে দেখিয়াছে এবং উহার পরবর্তী অংশও বড় শান ও মর্যাদার সহিত পূর্ণ হইতে অবলোকন করিয়াছে—অসংখ্য বার অনুরূপ ঘটনাবলী ঘটিয়াছে, সেই জামাতকে যে কোন আগুনই হউক তাহা কি কখনও ভীত সন্ত্রস্ত করিত পারে? যদি উহা বাহ্যিক ও ভৌতিক আগুনই হয়—তবে সেই আগুনও মসীহ মওউদ আলাইহিস সালামের দাস এবং তাঁহার দাসদিগেরও দাসে পরিণত হইবে। আর যদি বাতেনী আগুন হয় অর্থাৎ (আয়াতে বর্ণিত) 'নার' বা আগুন শব্দটি যদি রূপক অর্থে ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা হইলেও আমি আপনাদিগকে সুসংবাদ দিতেছি যে সেই আগুনও মসীহ মওউদ আলাইহিস সালামের গোলাম এবং তাঁহার গোলামদিগেরও গোলামে পরিণত হইতে বাধ্য থাকিবে এবং প্রথম ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রতি উহাকে যেমন শীতল ও স্নিগ্ধ করা হইয়াছিল, তেমনি এই (যুগের) ইব্রাহীমের (আঃ) প্রতিও শীতল ও স্নিগ্ধ করা হইবে। ইহা এরূপ একটি অবিচল বাস্তব সত্য যাহা দুনিয়ার কোন শক্তি বদলাইতে পারে না, কোন হুকুমত বা সরকার বদলাইতে পারে না, সমগ্র বিশ্বের শক্তিবর্গ মিলিত হইয়াও বদলাইতে পারে না। বস্তুতঃপক্ষে ইহা এক চিরাচরিত ও চিরস্থায়ী সত্য—কোন নুতন বিষয় নয়। যদবধি আল্লাহ্তালার তরফ হইতে আগমনকারীদের শাশ্বত ধারা অব্যাহত আছে, তদবধি সদা-সর্বদা এমনই ঘটিয়া

আসিয়াছে, এবং এরূপেই ঘটিতে থাকিবে। ঐ সকল ব্যক্তি যাহারা খোদাতায়ালার নাম লইয়া হক্ ঘোষণা করেন ও সত্যের বাণী প্রচার করেন, তাহাদের জন্য অনিবার্যরূপে অগ্নি প্রজ্জলিত করা হয় এবং অনিবার্যরূপেই উহাকে শীতল ও স্নিগ্ধ করা হয় এবং পুষ্পোদ্যানে পরিবর্তিত করিয়া দেওয়া হয়। ইহা দুই কথায় বর্ণিত সত্য ও মিথ্যার মধ্যে ঘটমান মোকাবিলার উপাখ্যান, যাহা কুরআন করীম হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঘটনাটির বিবরণের পরিশেষে ফলকথা স্বরূপ নির্ণয় করিয়া সামনে তুলিয়া ধরিয়াছে।

ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই যে দলিল-প্রমাণ সত্যে প্রতিষ্ঠিত ও সত্যের প্রভাবসম্পন্নই হইয়া থাকে এবং অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ সদা সত্যবান ও সত্যের অনুসারীদের সপক্ষেই হইয়া থাকে, আর এই দলিল-প্রমানসমূহ বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে—বিভিন্ন জাতির সামনে সেগুলি বিভিন্ন আকারে উপস্থাপিত হয় কিন্তু আল্লাহতায়ালা সাবধান করিয়া দিতেছেন যে তোমরা ইহাই মনে করিয়া লইও না যে দলিল-প্রমাণ যেহেতু আমাদের সঙ্গে ও সপক্ষে রহিয়াছে, সেজন্য দলিল প্রমাণের জোরেই আমরা বিজয় লাভ করিয়া ফেলিব। কেননা যে সকল জাতির সঙ্গে তোমাদের মোকাবিলা, তাহাদের মধ্যে এমন সব লোকও রহিয়াছে যাহারা দলিল-প্রমাণ মানিবে না। বরং দলিল-প্রমাণের ময়দানে তাহারা যতই পরাজয় বরণ করিবে, ততই তাহাদের ক্রোধ অধিক উত্তেজিত হইতে থাকিবে। অতএব, কেবল দলিল-প্রমানের উপরই নির্ভর করিয়া তোমরা জীবিত থাকিতে পার না, বরং তোমাদিগকে অনিবার্যরূপে (আল্লাহ বলিতেছেন,) আমার দিকে ঝুকিতে হইবে এবং আমার সঙ্গে সম্পর্ক বাড়াইতে হইবে। কেননা এরূপ সময় আসিবে যখন তোমাদের যাবতীয় দলিল-প্রমাণ কাজে লাগিবে না বরং বিপরীত ফল দেখাইবে। তোমাদের অকাট্য দলিল-প্রমাণ তাহাদের হৃদয়কে নরম করার পরিবর্তে আরও কঠিন ও কঠোর করিয়া তুলিবে—তাহাদের পরাজয়ের গ্লানি ও লজ্জাবোধ হটকারিতায় ও প্রতিশোধ গ্রহণের মনোভাব ও জিঘাংসায় পরিণত হইবে। তখন একমাত্র আমিই যে তোমাদিগকে বাচাইতে পারি। সেজন্য দলিল-প্রমাণের উপর নির্ভর করিবে না বরং সদাসর্বদা আমার উপরই নির্ভরশীল হইবে, আমার সমীপেই প্রণত হইবে এবং আমার সহিত নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপন করিবে।' সুতরাং এই গোপন রহস্যটি কোন আহমদীর পক্ষেই বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়।

আজ আমাদের বিভিন্ন যুগের সহিত মোকাবিলা চলিতেছে ; কোন একটি যুগের সহিতই নয়। এরূপ জাতিবর্গও পৃথিবীতে বাস করিতেছে, যাহাদের আকায়েদ ও ভাব-ধারণা ঐ সকল জাতিবর্গের মত, যাহারা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর মোকাবিলা করিয়াছিল। এরূপ জাতিসমূহও পৃথিবীতে রহিয়াছে, যাহাদের আকীদা ও ধ্যান-ধারণা ঐ সকল লোকের ন্যায়, যাহারা হযরত নূহ (আঃ)-এর মোকাবিলায় দাঁড়াইয়াছিল, এরূপ জাতিবর্গও আছে, যাহাদের আমল ও ক্রিয়া-কলাপ হযরত শোয়েব (আঃ)-এর কওমের কার্য-কলাপের রূপ ধারণ করিয়াছে এবং এরূপ জাতিগুলিও বিদ্যমান আছে, যাহাদের ক্রিয়া-কর্ম লুত (আঃ)-এর জাতির ক্রিয়া-কর্মে

পর্যবসিত হইয়াছে।

সুতরাং কুরআন করীমের এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার সময়টিই সমাগত ঃ

واذا الرسل اقتت (المرسلت : ١٢)

কেননা আজ অতীতকালের সকল নবীর জাতিসমূহকে আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত অবস্থায় দেখিতে পাইতেছি, ধর্ম-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার দিক হইতেও ঐ যাবতীয় আকীদা ও ভাব-ধারণাও পৃথিবীতে বিরাজ করিতেছে। এবং আমল ও কর্মধারার দিক হইতেও ঐ যাবতীয় কুকর্ম আজ পৃথিবীতে মওজুদ রহিয়াছে, যেগুলি বিভিন্ন নবীর যুগে জাতিগুলিকে কলুষে আপাদমস্তক ভরিয়া দিয়াছিল।

সুতরাং জামাত আহ্‌মদীয়ার মোকাবিলা কোন একটি জাতির সহিত নয়, শুধু একটি জামানার সহিতই নয়, বরং আমরা হইলাম ঐ সকল লোক, যাহাদের ইমাম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে ঃ "জারিউল্লাহে ফি হুলালিল্ আম্বিয়া।"

অর্থাৎ—'খোদাতায়ালার পাহলোয়ান বিভিন্ন নবীর ভূষণে ভূষিত হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহাকে কখনও কোন একটি পাপ ও অনাচারের মোকাবিলা করিতে হইবে, আবার কখনও আর একটির। বর্তমান কালে যত ভয়ানক পাপ, অনাচার এবং ভাব-ধারণা আমাদের সামনে মুখ বিস্ফারিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, উহাদের মধ্যে বিগত কালের প্রতিটি জাতির যাবতীয় অশুভ ও কদর্য ধ্যান-ধারণাই বিদ্যমান রহিয়াছে এবং প্রতিটি কওমের পাপ ও অনাচারও ঠিক তেমনি মওজুদ আছে। সেজন্য আপনাদিগকে যেখানে এই যাবতীয় পাপ, অনাচার ও বদ ধ্যান-ধারণার মোকাবিলা করিতে হইবে, সেখানে এই কামেল একীন ও দৃঢ় বিশ্বাসেও কায়েম থাকিতে হইবে যে এই সমগ্র জাতিবর্গের খোদা আপনাদের সঙ্গে আছেন—সেই খোদার সহিত নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করুন। ঐ যবতীয় মোজেযা ও অলৌকিক-ক্রিয়া আপনাদের জন্য প্রকাশিত হইবে যেগুলি বিভিন্ন যুগের তৎকালীন নবীদের সপক্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল। যত ভয়ানক ও ভয়ঙ্কর এই মোকাবিলা, ততই শানদার ও মর্যাদাপূর্ণ পরিণামও আপনাদেরই জন্য নির্ধারিত।

সুতরাং দোওয়া করুন এবং আল্লাহতায়ালার উপর তওক্কুল করিয়া, তাঁহারই উপর নির্ভরশীল ও আস্থাবান হইয়া আপনারা আগুয়ান হউন। অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী সেই জাতি, যাহাদিগকে এই আজিমুশ্বান কাজের জন্য মনোনীত করা হইয়াছে। আল্লাহতায়ালা আমাদের সাথী ও সহায় হউন, সর্বোতভাবে আমাদিগকে তাঁহার সঙ্গে, তাঁহারই আশ্রয়ে রাখুন এবং তাঁহার উপর তওক্কল করার ও নির্ভরশীলতার পদ্ধতি সমূহ শিক্ষা দিন—যে সকল ভঙ্গিমায় আমরা আল্লাহ্-ওয়ালায় পরিণত হইতে পারি সেগুলি জ্ঞাত করুন এবং তারপর প্রতিটি ব্যাপারে, প্রতিটি ক্ষেত্রে অপরাপর সকলের চাইতে অধিক গয়রত ও আত্মাভিমান প্রদর্শন করুন। আল্লাহ্ করুন যেন এইরূপ হয়। (আমিন)

(দৈনিক আল-ফজল ১৬ই অক্টোবর ১৯৮৩ ইং)

অনুবাদ ঃ **মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ**

পবিত্র কুরআন ও বিজ্ঞান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর – ৫)

ধর্মীয় বিশ্বাস কি যুক্তি-জ্ঞান সম্মত ?

অনেকেই প্রশ্ন করে থাকেন যে, ধর্মীয় বিশ্বাস কি যুক্তি-জ্ঞানের মাপকাঠিতে বিচার-বিশ্লেষণ যোগ্য তথা যুক্তি-সম্মত ? পবিত্র কুরআনের শিক্ষার আলোকে আমরা এই প্রশ্নের উত্তরে জানাতে চাই যে, ইসলামের 'আকায়েদ' তথা মূল-বিশ্বাস এবং 'আরকান' তথা স্তম্ভসমূহ অন্ধ-বিশ্বাসের নামান্তর নয়, বরং এগুলি মূলতঃ বিশ্বাস-ভিত্তিক হলেও যুক্তি-সম্মত বিশ্বাস, পর্যবেক্ষণ মূলক বিশ্বাস এবং আত্ম-অভিজ্ঞতামূলক বিশ্বাস। ইসলামের সবগুলি আকায়েদ এবং আরকান সম্বন্ধে যুক্তি-ভিত্তিক, পর্যাবেক্ষণ-ভিত্তিক এবং অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক বিচার-বিশ্লেষণের আলোচনা এই নিবন্ধে সম্ভব নয় (কারণ তাতে এক বিরাট গ্রন্থ লেখার প্রয়োজন হবে)। তাই দৃষ্টান্তস্বরূপ ধর্মীয় বিশ্বাসের মূলকথা তথা আল্লাহতায়ালার অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনের আলোকে আলোচ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো।

যুক্তি-জ্ঞানের মাপকাঠি দ্বারা শুধু নয়, যুক্তি-জ্ঞানের উর্ধতর স্তরে আরোহণ করে যুগে যুগে আল্লাহতা'লার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ জানতে পেরেছেন এবং সেই জানার ভিত্তিতেই বাস্তব ক্ষেত্রে উঠেছে ধর্ম এবং ধর্মীয় আদর্শপুর্ণ সমাজ-ব্যবস্থা। ইসলাম এলো সেই সকল ধর্মেরই পুর্ণতম রূপায়ন এবং এই পুর্ণতম ধর্ম যুক্তি-জ্ঞানকে বাদ দিয়ে নয়, যুক্তি-জ্ঞানকে ব্যবহার করে এবং সেই সঙ্গে যুক্তি-জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও যুক্তির উপর নির্ভরশীলতাকে অতিক্রম করে বাস্তব অভিজ্ঞতামূলক নিশ্চিত জ্ঞান লাভের দ্বারা আল্লাহতা'লার অস্তিত্বের সত্যতার অকাট্য এবং অখণ্ডনীয় যুক্তি-প্রমাণ এবং নিদর্শনাবলী পেশ করেছে। পবিত্র কুরআনের আলোকে বিষয়টি সম্বন্ধে নিচে উল্লেখ করা হলো।

(ক) শুধু বস্তুবাদী জ্ঞানানুশীলনের সীমাবদ্ধতা ঃ

বিজ্ঞানীগণ সাধারণতঃ প্রকৃতি-জগত সম্বন্ধে অনুমান, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং যুক্তি-জ্ঞানের আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। গৃহীত সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতি হিসাবে আবিষ্কৃত হয় নতুন নতুন তত্ত্ব, তথ্য এবং ব্যবহারিক কলা-কৌশল। বলা বাহুল্য যে, প্রাকৃতিক জগতের বিরাটত্ব এবং মহা-বিস্ময়কর রহস্যাবলীর অবস্থিতির কারণে বিজ্ঞানীদের জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়ার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। তাই আবিষ্কারের প্রক্রিয়া চলছে এবং চলতেই থাকবে। যুগে যুগে নতুন নতুন তথ্য ও তত্ত্বের আলোকে বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্তগুলো পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, এক সময় বিজ্ঞানীরা আগুন, পানি, আর মাটিকে সৃষ্টি-জগতের

মৌল উপদান হিসেবে মনে করতেন। তারপর বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে এই ধারণা পরিত্যক্ত হয় এবং এক পর্যায়ে হাইড্রোজেন প্রধান মৌল উপাদান বলে পরিগণিত হয়। এর পরবর্তী পর্যায়ে প্রোটন, নিউট্রন এবং ইলেকট্রোন মৌল উপাদান হিসেবে পরিগণিত হতে থাকে। এই ধারণাও বর্তমানে পরিমার্জিত হয়ে চলছে এবং "চূড়ান্ত বস্তু-কণা" (Ultimate Particles)-এর Periodical Table গঠন অর্থাৎ এই সকল মৌল বস্তু-কণার গুণাবলী, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয়ে পারম্পর্য ও যোগসূত্র সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা চলছে! বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা-প্রশাখা সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের যুগ যুগ ব্যাপী ধ্যান-ধারণার রূপান্তর এবং সিদ্ধান্তের পরিবর্তন ধারা বিজ্ঞান-জগতের একটি স্বাভাবিক নিয়ম। এই কারনে বিশ্ব-জগতের কোন স্রষ্টা আছেন কিনা সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীনের যুক্তি-জ্ঞান ও বিচার-বিশ্লেষণ সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। মানবীয় বুদ্ধি-জ্ঞানের অপূর্ণতা, অপরাগতা এবং সীমাবদ্ধতা একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। এই সীমাবদ্ধতা নিয়ে সৃষ্টি-জগতের কলা-কৌশলের নৈপুন্য ও সুশৃংখলতায় বিমুগ্ধ হয়ে একজন সত্যনিষ্ঠ বিজ্ঞানী হয়তো বলতে পারেন যে, নিশ্চয়ই এমন কোন অদৃশ্য, মহাশক্তির অস্তিত্ব আছে যিনি বিশ্ব-জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। যুক্তি-ভিত্তিক এই সিদ্ধান্ত মূলতঃ একটা সম্ভাবনার কথাই বলতে পারে—সন্দেহাতীত রূপে সত্য খোদার অস্তিত্বের কথা বলতে পারে না। সেইজন্য আল্লাহতায়ালাকে 'আস-সামাদ' বলে অভিহিত করেছে। ইহার অর্থ হলো এই যে, আল্লাহ কোন কিছুরই মুখাপেক্ষী নহেন (সুরা এখলাস)। মানুষ তার বুদ্ধি-জ্ঞানের অনুশীলন ও চর্চ্চার মাধ্যমে জাড়া বিজ্ঞানী বা দার্শনিক পণ্ডিত হওয়ার পর প্রাণহীন বস্তুর স্তুপ হতে অন্যান্য আবিষ্কারের ন্যায় খোদাকে আবিষ্কার করবে এবং খোদাকে খোদা বলে মানবে—এরূপ ধারণা খোদার মহান অস্তিত্বের জন্য অত্যন্ত মর্যাদা-হানিকর। এই কারণে খোদাতা'লা একদিকে যেমন তাঁর সৃষ্টি-কৌশলের পরতে পরতে তাঁর অস্তিত্ব তথা ক্ষমতা এবং জ্ঞানের নিদর্শন ছড়িয়ে রেখেছেন (যার অনুসন্ধানে বিজ্ঞানীগণ তৎপর রয়েছেন এবং যেগুলির মাধ্যমে খোদার অস্তিত্বের সত্যতা প্রতিপন্নকারী প্রমাণ পাওয়া সম্ভব), অন্যদিকে তেমনিভাবে যুগে যুগে তাঁর মনোনীত সত্যনিষ্ঠ বান্দাদের নিকট অহী-ইলহাম তথা ঐশীবাণীর আলোক-ধারায় শুধু তাঁর মহা-অস্তিত্বের পরিচয়ই প্রদান করেন নি, সেইসঙ্গে সকল মানুষ যাতে সত্য পথে চলে খোদাতা'লার সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে—সুখ ও শান্তিময় জীবন যাপন করতে পারে তজ্জন্য ব্যবস্থা করেছেন। এই ব্যবস্থা কতকাল ধরে চলে আসছে তা সর্বজ্ঞানী খোদাতা'লা জানেন। তবে বর্তমান মানব সভ্যতার উষালগ্নে আগমনকারী হযরত আদম (আঃ) হতে শুরু করে সমাগত লক্ষাধিক নবী-রসুলের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা পরিচালিত হয়ে আসছে এবং পরিশেষে পূর্ণতম জীবন-বিধান রূপে পবিত্র কুরআন এবং পূর্ণতম ধর্ম রূপে প্রেরিত হয়েছে ইসলাম। মানবীয় বুদ্ধি-জ্ঞানকে ধর্মীয় বিশ্বাসের সত্যাসত্য নিরূপনের বিচারক মনে করা যেমন মারাত্মক ভুল, তেমনি ধর্মীয় বিশ্বাসকে অন্ধ-বিশ্বাস বা কেচ্ছা-কাহিনী মুলক মামুলী বিষয় মনে করাও

মরাত্মক ভুল—এই শিক্ষাই দিয়াছে ইসলাম। তাই ইসলামের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পবিত্র কুরানে বর্ণিত হয়েছে—(১) তিনি আল্লাহর অস্তিত্বের সত্যতার নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেন, (২) জীবন-বিধান রূপে আল-কিতাব অর্থাৎ পবিত্র কুরআন শিক্ষা দিবেন, (৩) সেই বিধানের অন্তর্নিহিত জ্ঞান শিক্ষা দিবেন (অর্থাৎ বিধানের প্রতিটি বিষয়-বস্তুই যুক্তি ও জ্ঞানপূর্ণ) এবং (৪) পবিত্র-চরিত্রের অধিকারী উন্নতিশীল ও অনুকরনীয় বিশিষ্ট মানব-সমাজের গোড়াপত্তন করবেন (সুরা বাকারা: ১৩০ আয়াতের আলোকে)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ইসলামী জীবন-বিধানে অন্ধ-বিশ্বাসের কোন স্থান নেই। সেই সঙ্গে একথাও মানিতে হবে যে ধর্মীয় বিষয়ে বস্তুবাদী বিজ্ঞানী বা দার্শনিকদের কোন সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হতে পারে না—যতক্ষণ পর্যন্ত সে সিদ্ধান্তের সংগে ঐশীবানীর আলোক সংযোজিত না হয়। তাই যুক্তি-জ্ঞান ও ঐশীবানীর মহামিলনেই পুর্ণভাবে সত্যকে লাভ করা সম্ভব। ইসলামের মধ্যে যেভাবে রয়েছে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের যুক্তিবাদ, বস্তুবাদী দর্শনের ধ্যান-ধারণার মুল্যায়নের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সকল ধর্মের মূল শিক্ষার নির্যাসিত সারবস্তু, তেমনিভাবে ইসলামে রয়েছে সত্য এবং জীবন্ত খোদার সঙ্গে মানুষের জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সংশয়াতীত ও সুনিশ্চিত জ্ঞান ও বিশ্বাস লাভেরও ব্যবস্থা। বিজ্ঞান, দর্শন ও ইসলামের মধ্যস্থিত এই সম্পর্ক, পরিধি ও পরিমণ্ডলের পটভূমি ভালভাবে বুঝতে না পারার কারণে অনেকে প্রথমেই ভুল করে ধর্মকে শুধু বিশ্বাস নির্ভর তথা অন্ধ-বিশ্বাস বলেন এবং নিজেদেক বড়ো বড়ো যুক্তিবাদী পণ্ডিত হিসেবে ভাবতে ভাবতে একদিন ইহ-জগত থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। এই কারণে সুক্ষ্মজ্ঞানী খোদাতা'লা মানব-মনের রহস্য সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে বলেছেন:

"মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাহাকে এক বিন্দু শুক্র পানি হইতে সৃষ্টি করিয়াছি যাহা গর্ভাশয়ে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল)? তথাপি দেখ, সে এক প্রকাশ্য ঝগড়াটে মানুষে পরিণত হইল এবং আমার সম্বন্ধে কথার জাল বুনিতে লাগিল, আর নিজের সৃষ্টির কথা ভুলিয়া গেল! (সুরা ইয়াসিন: ৭৮-৭৯)

ঝগড়ার শুরু বহুকাল থেকেই। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, দার্শনিক পণ্ডিতগণের ধ্যান-ধারণার মত-পার্থক্য তথা ঝগড়া-বিবাদের একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন, জ্ঞানের উৎস সম্বন্ধে দার্শনিকদের নানা প্রকারের মতবাদ রয়েছে: (ক) বুদ্ধিবাদ (Rationalism), যার মূল বক্তব্য হলো বুদ্ধির সাহায্যেই যথার্থ ও নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা যায়, (খ) অভিজ্ঞতাবাদ (Empiricism) অনুসারে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতাই জ্ঞান লাভের উৎস (গ) বিচারবাদ (Criticism) অনুযায়ী বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা উভয়ই জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন, দ্বান্দ্বিকবাদ (Dialectic Theory) মতে কোন বিষয়ের অন্তর্নিহিত সত্য প্রকাশিত হয় মানব-মনের পরস্পর বিরোধী ধারণাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা বংশানুক্রমে বিবর্তনের ধারায় সংক্রামিত এবং হস্তান্তরিত হয়ে চলেছে, এবং (চ) স্বজ্ঞাবাদ (Intutionism) অনুসারে স্বজ্ঞা বা বোধি (Intuition) দ্বারাই জ্ঞান লাভ করা সম্ভব (বুদ্ধি দ্বারা নয়)। এই সকল ধ্যান-ধারণার বিভিন্নতা এবং বৈচিত্র্য হতে

দেখা যাচ্ছে যে, মানব জীবনে জ্ঞানের প্রকার-ভেদ সম্বন্ধে দার্শনিকগণ সঠিক সিদ্ধান্তে পেঁৗছতে পারেন নাই। প্রকৃতি-জগত এবং মানব-জীবন সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ঐশী-জ্ঞানের সমন্বয় সাধন করেছেন যুগে যুগে আগমনকারী ঐশী-মনোনীত নবী-রসুলগণ। সাধারণ অর্থে নবী-রসুলগণ বিজ্ঞানী নহেন, কিন্তু বিজ্ঞানের জ্ঞান এবং সেইসঙ্গে সাধারণ জ্ঞানকেও খোদামুখী করে সার্বিক কল্যাণ ও শান্তিপ্রতিষ্ঠার্থেই তাঁদের আগমন। তাই ধর্ম ছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞান কাণ্ডারীহীন জাহাজের মত ধ্বংস-পথ যাত্রী। অন্যদিকে সেই ধর্ম কখনই সত্য হতে পারে না যে ধর্মের যুক্তি-জ্ঞান এবং জীবন্ত নিদর্শন প্রদর্শনের ক্ষমতা নেই। পবিত্র কুরআন এমন একটি জীবন্ত ধর্মের আধ্যাত্মিক বিধান, যে ধর্মে যুক্তি-জ্ঞান রয়েছে, যে ধর্মের নিদর্শন-প্রদর্শনের ক্ষমতা আছে এবং বিশ্ব-কল্যাণ প্রতিষ্ঠার সার্বিক উপকরণ ও পথ নির্দেশনার পথ ক্ষমতা রয়েছে।

(ক্রমশঃ)

—মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

আল্লাহ্‌ কি বান্দার জন্য যথেষ্ট নয় ?

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আর্নিকা কেশতৈল

হোমিওপ্যাথির এক অনন্য অবদান

সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত।

Love For All Hatred For None

—হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (রাঃ)

"আর্নিকা কেশ তৈল" নিয়মিত ব্যবহারে চুলের অকাল পক্কতা দূর করে এবং চুল পড়া বন্ধ করে। মরামাস হয় না। মস্তিষ্ক শীতল ও সুনিদ্রার জন্য "আর্নিকা কেশ তৈল" ঘরে ঘরে প্রশংসিত। আপনি আজই "আর্নিকা কেশ তৈল" ব্যবহার করে এর উপকারিতা পরীক্ষা করুন।

প্রস্তুত কারক ঃ —এইচ, পি, বি, ল্যাবরেটরীজ

পরিবেশক ঃ—হোমিও প্রচার ভবন,

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক বাইওকেমিক ঔষধ বিক্রেতা।

১, আবদুল গণি রোড,

জি, পি, ও, বক্স নং ৯০৯, ঢাকা ২ ফোন ঃ ২৫৯০২৪

সংবাদ ঃ

কেন্দ্রীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ৩৯তম বার্ষিক ইজতেমা অপূর্ব সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত ঃ

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর উদ্বোধনী ও সমাপ্তি ভাষণ :

"ইসলামের বিজয়ের দিন নিকটে আসিয়া যাইতেছে এবং আমি উহার পদধ্বনি শুনিতে পাইতেছি।

নিজেদের দেল্ পরিবর্তন করুন, ইবাদতে মনোনিবেশ এবং মানবজতির সহানুভূতি দ্বারা খোদাতায়ালার সহিত প্রাণবন্ত সম্পর্কের সৃষ্টি করুন।

ফিজিতে খোদাতায়ালা তাঁহার অসাধারণ ফজলের দ্বারা অনুগৃহীত করিয়াছেন এবং সর্গীয় সাহায্য ও সমর্থনের মনোরম দৃশ্যাবলী দেখাইয়াছেন।

হে আহমদী যুবকবৃন্দ! উঠ এবং খোদাতায়ালার মহব্বতের বাঁশরী বাজাও, যাহা মসীহ মওউদ (আঃ) তোমাদিগকে দান করিয়াছেন।

আজ শয়তান ইউরোপ ও আমেরিকায় বাঁশী বাজাইতেছে এবং খোদার বান্দাদিগকে ধ্বংসের দিকে ধাইয়া লইয়া চলিয়াছে।

মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর গোলাম যুগ-কৃষ্ণের বাঁশরীর মোকাবিলায় শয়তানের বাঁশী চুর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া যাইবে।

আজ দুনিয়ার তকদীর অহ্মদী যুবকদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, আর কেহ নাই যাহারা এই তকদীরকে বদলাইতে পারে।" —হুজুর (আইঃ)

বিশ্ব-কেন্দ্রীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার (আহ্মদীয়া যুব সংগঠন) ৩৯তম বার্ষিক ইজতেমা সকরুণ দোওয়ার সহিত তাসবীহ, হামদ, এবাদতের ও বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়া হৃদয়গ্রাহী পবিত্র পরিবেশে ২১, ২২ ও ২৩শে ইখা/অক্টোবর ১৯৮৩ অপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়।

২১শে অক্টোবর বিকাল চার ঘটিকায় উদ্বোধনী ভাষণ দিতে গিয়া সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) তাশাহুদ, তায়াওউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর বলেন ঃ

"সর্বপ্রথম আমি আল্লাহ্তায়ালার হামদ ও শোকর আদায় করিতেছি এজন্য যে পূর্বের ন্যায় এবারও ইজতেমায় অসাধারণ উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে। বিগত বৎসর উদ্বোধনী দিবসে পাঁচ হাজারের উর্ধে খোদ্দাম উপস্থিত ছিলেন। আর আজ সাত হাজার দুইশত বিরাশি জন খোদ্দাম উপস্থিত আছেন। বিগত বৎসর প্রথম দিবসে চার শত আঠারটি মজলিসের প্রতিনিধিত্বের মোকাবিলায় এবারে (প্রথম দিনে) ছয় শত পনেরটি মজলিসের প্রতি-

নিধিগণ হাজির আছেন। এবার যায়েরীন (আনসার ইত্যাদি)-এর সংখ্যা হইল বিগত বৎসরের দুই হাজারের স্থলে দুই হাজার পাঁচশত আশি। বিগত বৎসর বাই-সাইকেল যোগে ১১৬৯ জন খোদ্দাম আসিয়াছিলেন, আর এবার সাইকেল আরোহী খোদ্দামের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৩১৬ জন।

হুজুর বলেন, "এই জামাতকে আমি বাড়াইব"—আল্লাহতায়ালার এই ওয়াদা প্রতিবছরই আমরা অধিকতর শান ও মর্যাদায় পূর্ণ হইতে অবলোকন করিয়া থাকি। হুজুর বলেন, নিজেদের সাহস-উদ্যম ও আশা-উদ্দীপনাকে আরও উন্নত ও সম্প্রসারিত করুন, তারপর দেখুন, আল্লাহতায়ালা কিরূপ অধিকতর উন্নতি ও অগ্রগতির দ্বারা আপনাদিগকে অভিসিক্ত করেন।

হুজুর (আইঃ) সিন্ধু দেশের একজন বন্ধুর রো'ইয়া এবং নিজের একটি রো'ইয়ার ব্যাখ্যার আলোকে জামাতকে এই সুসংবাদ দান করেন যে, ফিজিতে ইনশাআল্লাহ আহমদীয়াত প্রভূত উন্নতি ও বিস্তার লাভ করিবে। হুজুর বলেন, ফিজি যাইয়া আমি জানিতে পারিলাম যে, এই জাতিটি ইসলাম গ্রহণ করার জন্য একেবারে প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছে। এই লক্ষ্যে এখন নিয়মিত পরিকল্পনা ও সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চেষ্টা-প্রয়াস ও কাজ শুরু করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ফিজির আহবাবে-জামাতের মধ্যে অদম্য সাহস-উদ্যম, দৃঢ় সংকল্প ও জয্‌বা বিরাজমান আছে এবং জামাতের উন্নতির জন্য তাঁহারা বিপুল কোরবানী পেশ করিতে প্রস্তুত রহিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে হুজুর বলেন, ফিজির আহমদী আহবাবকে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে যাহাতে তাহারা স্থানীয় অধিবাসীদের ভাষা শিখেন, তাহাদের সহিত সম্বন্ধ-বন্ধন স্থাপন করেন এবং তাহাদিগকে আহমদীয়াতের পয়গাম পেঁছান। ফিজির জামাত সম্বন্ধে হুজুর বলেন, এই জামাতটি সংখ্যার দিক দিয়া ক্ষুদ্র হইলেও (পাঁচ হাজারের উর্ধে—অনুবাদক) প্রভাবের দিক দিয়া অনেক শক্তিশালী। সেখনকার স্থানীয় হিন্দু ও শিখ নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্যে আহ্‌মদীদের চরিত্র ও আদর্শের প্রশংসা করেন। এই জামাতের মধ্যে উন্নতি করার উপকরণ ও যোগ্যতা বিদ্যমান আছে দেখিয়া আমি অত্যন্ত খুশী হইয়াছি।

হুজুর বলেন, ফিজিতে ইসলামের বিস্তার লাভের জন্য আমিও দোওয়া করিতেছি, আপনারাও খাসভাবে দোওয়া করুন। ফিজি কোন বড় একটা দেশ নয়। মাত্র কয়েক দিনের ব্যাপার—একটি পদক্ষেপ, একটি ঝাঁপ এবং একটি ঝাপ্টা যথেষ্ট। আমি সেখান হইতে ভরপুর আশা লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আল্লাহতায়ালা যখন তাঁহার ফজল নাজেল করিবেন তখন তিনি আমার আশার চাইতে অনেক বেশী ফজল করিবেন। আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, সমগ্র বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিস্তারলাভের দিন খুব নিকটবর্তী হইয়া আসিয়াছে!"

জুময়ার খোৎবা ঃ

উদ্বোধনী বক্তৃতার পূর্বে মসজিদে-আকসায় হুজুর জুময়ার নামাজ পড়ান এবং উহাতে খোৎবা প্রদান করিতে গিয়া তাশাহুদ, তায়াওউয এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর প্রথমে নিম্নরূপ কুরআনী আয়াত তেলাওয়াত করেন ঃ

"ওয়ালিল্লাহিল মাশরিকু ওয়াল্ মাগরিবু ফা-আইনামা তুওয়াল্লু ফা-সাম্মা ওয়াজ-হুল্লাহে।' (—পূর্ব-পশ্চিম আল্লাহরই, সতরাং যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাইবে, সেদিকেই আল্লাহর চেহারা বা মনোযোগ বিরাজমান দেখিতে পাইবে)।

—ইহার তফসীর ও ব্যাখ্যা করিয়া হুজুর বলেন যে আমি এবং আমার সাথীরা সম্প্রতি যে সফর ইসলামের খেদমতের নিয়ত ও উদ্দেশ্য লইয়া করিয়াছিলাম উহাতে তবলীগে-দ্বীনের অভিনব পথসমূহ সামনে আসিয়াছে এবং আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার ফজল ও রহ্‌মতের অসাধারণ নিদর্শনাবলী দেখাইয়াছেন।

হুজুর ফিজির অবস্থাবলী বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন যে, ঐ দেশের আহ্‌মদীদের মধ্যে তরবিয়ত হাসিল করার অসাধারণ ক্ষমতা ও যোগ্যতা রহিয়াছে এবং খোদাতায়ালার খাতিরে প্রত্যেক প্রকারের কুরবানীর জন্য তাহারা প্রস্তুত। তাহাদের সিজ্‌দার স্থান সমূহ অশ্রুজলে ভিজিয়া যাইতো। এই সফরের ফলশ্রুতিতে ফিজির আহ্‌মদী আহবাবের জীবনে প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে এবং এখন তাহাদের যে রূপ-নকশা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা আমি ভাষায় সঠিক বর্ণনা করিতে অক্ষম। হুজুর এ প্রসঙ্গে বন্ধুগণকে ফিজির অধিবাসীদের জন্য বিশেষভাবে দোওয়া করিতে আহ্বান জানান। হুজুর বলেন, দোওয়াই হইল বিপ্লব ঘটাইবার প্রকৃষ্ট উপায়।

সমাপ্তি ভাষণ ঃ

বার্ষিক ইজতেমার তৃতীয় দিবসে সমাপনী অধিবেশনে সমাপ্তি ভাষণ দিতে গিয়া হুজুর (আইঃ) এক ঘন্টা বিশ মিনিট স্থায়ী অবিস্মরণীয় তেজদীপ্ত ভাষণ দান করেন, যাহা আহবাবে-জামাতের হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া দেয়। ইহার পর অনুষ্ঠিত ইজতেমায়ী দোওয়াতে উপস্থিত সকলের মধ্যে এক বিশেষ দরদ ও অনুভূতির সৃষ্টি হয়, যাহার ফলে ইজতেমার সমগ্র পরিবেশ জুড়িয়া করুণ কান্নার রোল পড়িয়া যায়। তাহাদের অন্তর গলিয়া আল্লাহ্‌র আস্তানায় যেন প্রবাহিত হইয়া পড়ে। অনেকে দোওয়া শেষ হইয়া যাওয়ার পরও তাহাদের ভাবাবেগ রোধ করিতে পারেন নাই।

সমাপ্তি ভাষণটিতে হুজুর (আইঃ) সাম্প্রতিক সুরপ্রাচ্য সফর প্রসঙ্গে ফিজির ঈমান-আফ্রোজ ঘটনাবলী বর্ণনা করেন এবং জামাতের বন্ধুদিগকে বিশেষ গুরুত্বের সহিত উপদেশ দিয়া বলেন যে তাহারা যেন নিয়মিত বাজামাত নামাজের পাবন্দি করেন এবং মানবজাতির প্রতি স্নেহ-ভালবাসা ও সহানুভূতিকে নিজেদের নিত্য সঙ্গী ও চিরবদ্ধমূল অভ্যাসে পরিণত করেন। হুজুর বলেন ; ইহার ফলেই খোদাতায়ালার সহিত আপনাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ

কায়েম হইবে। হুজুর অত্যন্ত তেজদীপ্ত কণ্ঠে বলেন; খোদার কসম, আমি ইসলামের বিজয়ের পদধ্বনি শুনিতে পারিতেছি। সেজন্য আপনারা মন পরিবর্তন করুন এবং সেজন্যই বার বার আমি ইহার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক উপদেশ দান করিতেছি।

হুজুর (আইঃ) তাশাহুদ, তায়াউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর বলেন, আল্লাহ্তায়ালার এহ্সানসমুহের শোকরগুযারীর হক আদায় করা মানুষের সাধ্যতীত ব্যপার। অবশ্য, আল্লাহ্তালার এহ্সানসমুহ স্মরণ করিয়া উহার জন্য তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা মানুষের ফরজ কর্তব্য। এই বিপুল জনসমাবেশ, যাহারা ইজতেমায় যোগদানের উদ্দেশ্যে পৌঁছিয়াছে—ইহাও আল্লাহ্তায়ালার এহ্সান সমুহের মধ্যকার এক বিরাট এহ্সানেরই উজ্জল পরিচয় বহণ করিতেছে। ইহা আমাদের হৃদয়কে আল্লাহ্র দিকে আরও আকৃষ্ট করিয়া দিয়াছে এবং আমাদের হৃদয়কে কৃতজ্ঞতাবোধ ও শোকরগোজারীর ভাবানুভূতিতে ভরিয়া দিয়াছে।

হুজুর তাঁহার দূরপ্রাচ্যের সফর প্রসঙ্গে ফিজির অবস্থাবলী বর্ণনা করিতে গিয়া ঐ দেশের ভৌগলিক অবস্থান ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপরও সবিস্তারে আলোকপাত করেন এবং বলেন যে, সেখানকার মানুষ শান্তিপ্রিয়, সরল এনং অকৃত্রিম। অত্যন্ত ভালবাসা ও প্রীতিপরায়ণ লোক তাঁহারা। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা বা মনোমালিন্য পাওয়া যায় না, একমাত্র জামাত আহ্মদীয়ার বিরোধিতা ব্যতীত। আর ইহার জন্য আমাদের কোন দুশ্চিন্তা নাই, কেননা ইহা আমাদের তকদীরে নির্ধারিত এবং আমাদের সত্যতা ও যথার্থতার প্রমাণ বিশেষ। আর ইহা সেই বিষয় যাহার উপর ফিজিবাসীদের ইখতিয়ার বা অধিকার নাই। হুজুর বলেন যে সারা দেশে সাংগঠনিক উপায়ে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। সূচনাতেই প্রথম চেষ্টা নেওয়া হয় এই যে 'ইমাম জামাতে আহ্মদীয়া' যেন ভি-আই-পি-এর মর্যাদা লাভ না করিতে পারেন। তাহাদের এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। নান্দী শহরের মেয়রের পক্ষ হইতে সিভিক সেন্টারে নাগরিক সম্বর্ধণা জ্ঞাপনের কর্মসুচীটিকে বাতিল করার চেষ্ট নেওয়া হয়। তারপর, সেখানকার মন্ত্রীর হস্তক্ষেপে সম্বর্ধণা অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। যখন তাহাদের এই চেষ্টাটিও ব্যর্থ হয়, তখন বয়কটের অভিযান চালানো হয় যেন কেহ অনুষ্ঠানে যোগদান না করে। ইহা সত্বেও হল ভরপুর ছিল। তারপর চেষ্টা করা হয় যেন অনুষ্ঠানে যোগদানকারী 'ইমাম জাম্যতে আহ্মদীয়া'-এর উপর প্রশ্নাবলীর বাণ বর্ষণে তাঁহার বক্তৃতার প্রভাব নষ্ট করা যায় কি না। সুতরাং একজন দ্বীনি আলেম পুর্ণপ্রস্তুতি সহকারে আসেন কিন্তু মাত্র কয়েক মিনিট কথাবার্তার মধ্যেই নিরুত্তর হইয়া উঠিয়া বাহিরে চলিয়া যান। তাঁহার সঙ্গে মাত্র গুটিকয়েকজন ব্যক্তিই উঠিয়া যান। অবশিষ্ট সকল সুধীবৃন্দ সুস্থিরভাবে বসিয়া থাকেন এবং অনুষ্ঠান কর্মসুচী সাফল্যের সহিত সুসম্পন্ন হয়। তারপর, একজন খৃষ্টান প্রশ্ন করেন এবং নিজেই স্বীকার করেন যে, তিনি পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। হুজুর বলেন যে, তেমনিভাবে গয়ের মোবায়েগণ (পয়গামী গ্রুপ) ও সদিচ্ছা ও নিষ্ঠার পরিচয় দেন। ফিজির গয়ের-মোবায়েগণ নেক-দেল ও ভদ্র স্বভাবের লোক। তাঁহারা যথারীতি নিয়মিত সকল অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

হুজুর বলেন, এই সফরের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ফায়েদা স্বয়ং জামাতের বন্ধুদের হাসিল হয়। অনেক আহমদী যাহারা সম্পর্কহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহারা পুনরায় মুখলেস ও উদ্যমশীল আহমদীতে পরিণত হন এবং ফিজিবাসীরা স্বতঃস্ফূর্তরূপে বলেন যে, আপনার আগমনে আমাদের সন্তানদের আমরা ফিরিয়া পাইয়াছি। জামাতের একজন কঠোর সমালোচক আহমদী অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বলিলেন যে, আহ্‌মদীয়াত যে কি জিনিস তাহা তো আমার জানাই ছিল না ; আজকের পর আর কখনও আমার সম্বন্ধে কোন অভিযোগ শুনিবেন না।' একজন আহ্‌মদী যুবক, যাহার চেহারায় মজলিসের প্রারম্ভকালে সম্পর্কহীনতা ও অনীহা ভাব প্রকাশ পাইতেছিল---সভাশেষে সে অত্যন্ত প্রীতিভরা দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিল, 'আজ হইতে আমি সত্যিকার আহমদী হইয়াছি।'

হুজুর বলেন, ইহা শুধু আল্লাহ্‌তায়ালার এহ্‌সান। মানুষের হৃদয়ে পরিবর্তন সৃষ্টি করা একমাত্র আল্লাহ্‌তায়ালার এখতিয়ারভুক্ত ব্যাপার। এই সব বিষয়ের পিছনে কেবল আমার মৌলা-করীমের হাত সক্রিয় ছিল, আর কিছু নয়।

সুভায় (ফিজির রাজধানী নগর) পাবলিক হলে যে লেকচার হইয়াছে উহা ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চলে। মানুষ যেন না যায় সেজন্য বয়কটের অভিযান চালান হয়। সেখানেও উলামার একটি দল প্রস্তুতি লইয়া আসিয়াছিলেন। বক্তৃতা আরম্ভ হওয়ার মাত্র দশ মিনিট পর একজন মৌলবী সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং দশ-পনর জন ব্যক্তিসহ বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন এবং বাহিরে যাইয়া সাথীদের জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, 'যাও, যাও, কোন প্রশ্ন করা যাইবে না। তিনি ঘাম ছোটাইয়া দিবেন।'

হুজুর বলেন, যাহারা ঘাম ছোটাইতে আসিয়াছিল, স্বয়ং তাহাদের ঘাম ছোটিয়া গেল। প্রতিটি অনুষ্ঠানে আল্লাহ্‌তায়ালার ফেরেস্তারা কাজ করিতেছিলেন। দুষ্কৃতিকারীদের দুষ্ট শিখা উল্‌টা স্বয়ং তাহাদের গায়ে গিয়াই পড়িতে দেখিয়াছি। (এ পর্যায়ে শ্রোতামণ্ডলী আনন্দের আতিশয্যে অভিভূত হইয়া বার বার আকাশ-চুম্বী না'রা লাগাইতে থাকেন)। (ক্রমশঃ)

(আল-ফজল২২—২৬শে অক্টোবর ১৯৮৩ইং)

তাহরীকে-জদীদের নববর্ষের ঘোষণা

রাবওয়া ঃ ২৮শে ইখা/অক্টোবর ১৯৮৩ ইং—সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (আইঃ) আজ জুময়ার খোৎবার মাধ্যমে তাহ্‌রীকে-জদীদের নববর্ষের ঘোষণা করেন এবং জামাতের উপর আল্লাহতায়ালার বর্ষণমুখর অগণিত ফজলের ঈমান বর্ধক বর্ণনা দান করেন। হুজুর বলেন যে এবছরও আল্লাহতায়ালার ফজলে তাহ্‌রীকে-জদীদের ওয়াদা এবং উসলী বিগত বছরের তুলনায় বিপুল গুণ বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। চাঁদাদাতাদের সংখ্যাও অনেক বড়িয়াছে। হুজুর বলেন, ইহা আল্লাহতায়ালার খাস ফজল এবং তাঁহার বিশেষ এহ্‌সান।'' পুর্ণ বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে। (আল-ফজল, ২৯শে অক্টোবর ১৯৮৩ ইং)

মোহতারম মাহমুদ আহমদ সাহেবকে

আরও দুই বৎসরের জন্য বিশ্ব-কেন্দ্রীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর নিযুক্ত করা হইয়াছে

সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ মোহ্‌তারম মাহমুদ আহমদ সাহেবকে আরও দুই বছর (১লা নবেম্বর হইতে ৩১শে অক্টোবর ১৯৮৫ ইং) সময় কালের জন্য বিশ্ব-কেন্দ্রীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর হিসাবে নিযুক্ত করিয়াছেন। এবারের সালানা ইজতেমা কালীন ২২শে অক্টোবর ১৯৮৩ইং সদরের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়; উহাতে মজলিসে শোরা খোদ্দামুল আহমদীয়া মর্কাজীয়া'-এর পক্ষ হইতে সদরের পদের জন্য তিনটি নাম হুজুর (আইঃ)-এর খেদমতে পরামর্শ স্বরূপ পেশ হয়। উহাদের মধ্যে মোহ্‌তারম মাহ্‌মুদ আহমদ সাহেবের নাম সর্বশীর্ষে ছিল। হুজুর অনুগ্রহ পুর্বক মজলিসে শোরার সুপারিশটিকে মঞ্জুরী দান করেন। (আল-ফজল ; ২৩শে অক্টোবর ১৯৮৩ইং)

সংকলন ও অনুবাদ : **মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ**

ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদার আহ্বান ঃ

জনাব প্রেসিডেন্ট/সেক্রেটারী ওয়াক্‌ফে-জাদীদ সাহেবান,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওরহ্‌মাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আগামী ৩১শে ডিসেম্বর ওয়াক্‌ফে জাদীদের চল্‌তি বছর শেষ হইতে চলিয়াছে। কিন্তু বর্তমান সময় পর্যন্ত এই খাতে চাঁদা আদায়ের লক্ষ্যমানা অর্জিত হয় নাই! অতএব সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীগণকে তাঁহাদের নিজেদের ও সন্তান-সন্ততিদের (নবজাত শিশুসহ) ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদা নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ পরিশোধ করিয়া প্রতিশ্রুত গালাবায়ে-ইসলামের রূহানী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে। এই চাঁদার ন্যূনতম বার্ষিক হার ১২ টাকা।

আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলের হাফেজ, নাসের ও হাদী হউন। আমীন।

—মোহাম্মদ ফজলুর রহমান
সেক্রেটারী ওয়াক্‌ফে জাদীদ
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া, ঢাকা

শোক সংবাদ

(১) অত্যন্ত দুঃখ ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানান যাইতেছে যে মরহুম হযরত মৌলানা সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ (রহঃ)-এর জ্যৈষ্ঠপুত্র মৌলবী সৈয়দ সায়ীদ আহমদ সাহেব, অবসরপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর বয়েতুল মাল, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া—মৌলবীপাড়াস্থ তাঁহার নিজ বাড়ীতে দীর্ঘকাল শৈয্যাশায়ী থাকার পর বিগত ৭ই নভেম্বর '৮৩ রোজ সোমবার দিবাগত রাত্র ১০ ঘটিকার সময় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)।

মরহুম সৈয়দ সয়ীদ আহমদ সাহেব দীর্ঘ প্রায় ৪৫ বৎসর পর্যন্ত বিভিন্নপদে তদানীন্তন বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়া এবং পরবর্তী কালে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া ও সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রথম মোবাল্লেগ এবং তারপর ইন্সপেকটর বয়েতুল মাল হিসাবে একান্ত এখলাস ও নিষ্ঠার সহিত প্রশংসনীয় খেদমত করার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। তদুপরি তিনি কয়েক বৎসর জামাত কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপালনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ব্যক্তিগত উদ্যোগে "আল হেদায়েত" নামক একটি তবলিগী পাক্ষিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন সিলসিলার একজন একনিষ্ঠ কর্মী।

মৃত্যু কালে তিনি স্ত্রী, তিন পুত্র, চারি মেয়ে এবং বহু পৌত্র-পৌত্রি এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রাখিয়া গিয়াছেন। বাংলাদেশ আহমদীয়া জামাতের মুখপত্র পাক্ষিক আহমদী পত্রিকার সম্পাদক ও সুলেখক জনাব আবু হামেদ মোহাম্মদ আলী আনওয়ার সাহেব তদীয় জামাতাদের মধ্যে অন্যতম।

স্থানীয় মসজিদে মোবারক প্রাঙ্গণে এক বিরাট সংখ্যক আহমদী ভ্রাতাগণের উপস্থিতিতে স্থানীয় সদর মোয়াল্লেম মৌলবী ছলিমুল্লাহ্ সাহেব মরহুমের নামাযে জানাযা পড়ান। স্থানীয় আহমদীয়া কবরস্থানে তিনি সমাহিত হন। খোদার ফজলে মরহুম একজন মুছিও ছিলেন।

সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নিগণের খেদমতে মরহুমের রুহের মাগফেরাত ও জান্নাতুল ফেরদৌস ও বুলন্দ দরজাত লাভের জন্য এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের দীনি ও দুনিয়াবী মঙ্গলের জন্য খাস দোয়ার অনুরোধ জানান যাইতেছে। দোয়া প্রার্থী, খাকছার—

সৈয়দ এজাজ আহমদ
অবসর প্রাপ্ত সদর মুরুব্বী, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

(২) আমার পত্নী আল-হাজ সৈয়দা আনোয়ারী বেগম বগুড়ায় তাঁহার পুত্র এ, এইচ, এম, মমতাজ আলী সাহেবের বাসায় আটষট্টি বৎসর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া ৩০শে অক্টোবর ১৯৮৩ ইং, রবিবার বেলা তিন ঘটিকার সময় এন্তেকাল করিয়াছেন এবং বগুড়ার আহমদীয়া গোরস্থানে সমাধিস্থ হইয়াছেন। "ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না এলাইহে রাজেউন।"

তিনি অতি মোত্তাকি, পরহেজগার, অতিথি পরায়ণ, দানশীল ও সর্ব গুণেগুণান্বিতা রমনী ছিলেন। বাল্যকালে তিনি উম্মুল মোমেনিনের (রাঃ) অতি আদরের পাত্রী ছিলেন এবং মোসলেহ্ মওউদের (রাঃ) কোলে অনেক সময় আদর পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ৫ ছেলে ৩ মেয়ে এবং ২৫ জন নাতি-নাতনী রাখিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে তাহারা ইংলণ্ড, আরব, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে অবস্থান করিতেছেন। মরহুমার মাগফেরাতের জন্য এবং তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের এবং এ বান্দার ধৈর্য্য ধারণের তৌফিক দানের জন্য সকল আহমদী ভাই-বোনকে আবেদন জানাইতেছি। আরজগুজার—

আলহাজ্ব আবুল হোসেন ক্যাপটেইন
প্রেসিডেন্ট, পার্বতীপুর আঞ্জুমান আহমদীয়া
জিলা : দিনাজপুর, বাংলাদেশ

(৩) অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে ধানীখোলা জামাতের সেক্রেটারী উমুরে আমা জনাব হাফিজ উদ্দিন আহমদ সাহেবের পত্নী মোসাঃ সাহারা খাতুন বিগত ৬ই নভেম্বর সকাল ৩ ঘটিকায় ডাইরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া এন্তেকাল করিয়াছেন (ইন্নালিল্লাহে ..... রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স আনুমানিক ৫৩ বৎসর হইয়াছিল। তিনি বিদুষী ছিলেন। মরহুমার আত্মার মাগফেরাতের ও তাহার শোক সন্তপ্ত পরিবারের সকলের ধৈর্য ধারণের জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

—মোঃ নুরুল ইসলাম
প্রেসিডেন্ট, আঃ আঃ ধানীখোলা, ময়মনসিংহ

(৪) বড়ই আক্ষেপের সহিত জানাইতেছি যে আমার ভ্রাতা জনাব হাবিবুল্লাহ্ সিকদার সাহেব গত ২৪শে অক্টোবর ৭০ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করিয়াছেন। 'ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।" তিনি এই অঞ্চলের অন্যতম প্রবীণ আহমদী ছিলেন। তিনি স্ত্রী, ৭ ছেলে ও ৬ মেয়ে এবং কতিপয় পৌত্র-পৌত্রী রাখিয়া গিয়াছেন। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট আমার ভ্রাতার মাগফেরাত এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সকল সদস্যের দ্বীনি ও দুনিয়াবী বরকত ও কল্যাণের জন্য দোওয়ার আবেদন করিতেছি। নিবেদিকা—

জোহরা খাতুন
গ্রাম : মৌড়াইল, (মীরবাড়ী) ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া, জিলা : কুমিল্লা

দোওয়ার আবেদন

আমার পিতা ও মরহুম গোলাম ছমদানী সাহেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জনাব গোলাম ছাত্তার খাদেম সাহেব দীর্ঘকাল যাবৎ রোগগ্রস্থ ও শয্যাশায়ী। তাঁহার সহজতম ত্বরিৎ আরোগ্যের জন্য আহমদী ভ্রাতা-ভগিনীগণের খেদমতে দোওয়ার আবেদন করিতেছি। নিবেদিকা--

রোজি বেগম
মৌলভী পাড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর ৭ম বার্ষিক ইজতেমা

এই বৎসর বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর ৭ম বার্ষিক দেশীয় ইজতেমা ইনশা-আল্লাহ আগামী ৯, ১০ ও ১১ই ডিসেম্বর ১৯৮৩ইং যথাক্রমে শুক্র, শনি ও রবিবার ঢাকা-দারুত তবলীগে যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত অনুষ্ঠিত হইবে। ইজতেমার কামিয়াবীর জন্য বন্ধুগণ খাসভাবে দোওয়া জারী রাখিবেন, ইনশাআল্লাহ। এই মহতী ও লিল্লাহী ইজতেমায় যাহাতে অধিক হইতে অধিকতর ভ্রাতাগণ শরীক হন সেইজন্য এখন থেকে বিশেষ প্রচেষ্টা নিবেন।

ইতিপূর্বে ইজতেমার চাঁদা/অনুদান ধার্য্য করতঃ বিভিন্ন মজলিসে সর্কুলার মারফত সত্তর উহা ঢাকা-কেন্দ্রে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ জানান হইয়াছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায় নাই। অতএব আশা করি, সত্বর ধার্য্যকৃত চাঁদা আদায় করতঃ অত্র অফিসে পাঠইয়া আল্লাহতায়ালার ফজল, রহমত ও বরকতের উত্তরাধিকারী হইবেন।

যে সমস্ত মজলিস হইতে নোমায়েন্দাদের লিষ্ট এখনও পাঠান হয় নাই, তাহাদিগকে নোমায়েন্দা নির্বাচন সম্পন্ন করিয়া সত্বর উহা অত্র অফিসে প্রেরণের জন্যও বিশেষ অনুরোধ করা যাইতেছে। ওয়াস্‌সালাম—

খাকছার—

শহীদুর রহমান

নায়েব নাজমে আলা ও চেয়ারম্যান ইজতেমা কমিটি,
বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ, ঢাকা।

আহমদীয়া ষ্টুডেন্টস এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ

এতদ্বারা সকল জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবকে জানানো যাচ্ছে, এখন পর্যন্ত যে সকল জামাতে 'আহমদীয়া ষ্টুডেন্টস এসোসিয়েশন' কায়েম করা হয় নাই সেই সব জামাতে অনতি-বিলম্বে ষ্টুডেন্টস এসোসিয়েশন কায়েম করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে। স্থানীয় সকল ছাত্রদেরকে একত্রিত করে ভোটের মাধ্যমে একজন আনসার ভ্রাতা এসো-সিয়েশনের প্রেসিডেন্ট, কলেজের মধ্য থেকে একজন সহ-সভাপতি (V P.). একজন সেক্রে-টারী নির্বাচন করে খাকসারের নিকট রিপোর্ট পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রকাশ থাকে যে, এখন থেকে মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব 'আহমদীয়া ষ্টুডেন্টস এসোসিয়েশন বাংলাদেশের চীফ পেট্রোন হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। পরবর্তীতে সার্কুলারের মাধ্যমে সকল নিয়ম-কানুন জানানো হবে। তবে যে সকল জামাত এসোসিয়েশন কায়েম করে রিপোর্ট পাঠাবেন শুধু তাদেরকেই সার্কুলার পাঠানো হবে।

আহমদীয়া ষ্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ-এর সার্বিক উন্নতির জন্য সকল বন্ধুর নিকট দোওয়ার আবেদন রইল।

খাকসার—

মুহাম্মদ আবদুল মতিন
সেক্রেটারী
আহমদীয়া ষ্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ

জরুরী সার্কুলার

হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)-এর নির্দেশ মোতাবেক জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নিদের বিশেষভাবে স্মরণ করান যাইতেছে যে, শত বার্ষিকী আহমদীয়া জুবলী ফাণ্ডে স্ব স্ব ওয়াদার টাকা অবশ্যই আগামী ১৯৮৮ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ পরিশোধ করিয়া দিতে হইবে। উক্ত চাঁদা পরিশোধের ব্যাপারে আগামী বৎসরের ফেব্রুয়ারীর মধ্যে প্রত্যেকে নিজ নিজ ওয়াদার অবশ্যই যেন ১৫ ভাগের ১০ ভাগ আদায় করিয়া দেন, এই ব্যাপারেও হুজুর (আইঃ) তাগিদ দিয়াছেন।

আহমদীয়া জামাতের শত বর্ষ পূর্ণতা লাভের প্রেক্ষিতে সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচারের মহান কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করিবার উদ্দেশ্যে হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ) ১৯৭৪ ইং এই মোবারক তাহরীক জারী করেন।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, বর্তমানে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বহু আশিস মণ্ডিত পরিকল্পনা এই তাহরীকের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হইতেছে।

অতএব সকল ভ্রাতা ও ভগ্নিদের নিকট আরজ করিতেছি যে, এখন হইতে প্রতিমাসে নিয়মিতভাবে ওয়াদাকৃত চাঁদা পরিশোধ করিতে থাকিবেন। যে সকল ভ্রাতা ও ভগ্নি এই আজিমুশ্‌শান তাহরীকে এখনো অংশ গ্রহণ করেন নাই সাধ্যানুসারে তাহারা যেন নিজ জামাতে এই তাহরীকে ওয়াদা করিয়া তদনুযায়ী প্রতিমাসে চাঁদা পরিশোধ করিবেন।

জামাতের প্রেসিডেন্ট ও সেই জামাতের জুবলী ফাণ্ডের সেক্রটারী সাহেবকেও অনুরোধ জানাইতেছি, তাহারা যেন এই ব্যাপারে গুরুত্ব সহকারে নিগরানী করেন এবং সকলের নিকট হইতে ওয়াদা করাইবেন। প্রয়োজনে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা নিবেন। ইতিপূর্বে একটি ফরম পাঠানো হইয়াছে। যে সকল জামাত উহা পুরন করিয়া পাঠান নাই তাহারা সত্বর পঠাইয়া দিবেন।

ইহা ছাড়া এই রুহানী পরিকল্পনার মসনুন দোয়াসমূহ এই সংখ্যার আহমদী পত্রিকার ৩নং কভার পৃষ্ঠায় ছাপানো হইয়াছে এইগুলিও যাহাতে সকলেই নিয়মিত পাঠ ও পালন করিয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য সদা দোয়া জারী রাখিতে অনুরোধ জনাইতেছি।

মোহাম্মদ আবদুল জলিল
সেক্রটারী, শত বার্ষিকী আহমদীয়া জুবলী ফাণ্ড, বাংলাদেশ

নাম পরিবর্তন

আস্‌সালামু আলাইকুম। সকলের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে গত ২০শে অক্টোবর ১৯৮৩ ঢাকার নোটারী পাবলিক কোর্টে এফিডেবিটের মাধ্যমে আমার পূর্ব নাম (মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর মুর্শেদ আলম) পরিবর্তন করিয়া "নাসের উদ্দিন" নাম রাখিয়াছি।

অতএব, এখন হইতে আমি পূর্বোক্ত নামের পরিবর্তে "নাসের উদ্দিন" নামে পরিচিত হইব। আমার জন্য আপনারা সকলে দোওয়া করিবেন। ওয়াস্‌সালাম!

—নাসের উদ্দিন
২৭, কদমতলা বাসাবো, ঢাকা

আহমদনগরে খোদ্দামুল আহমদীয়ার তা'লিমী সভা

গত ৬ই নভেম্বর '৮৩ আহমদ নগর মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার উদ্যোগে এক তা'লিমী সভা আহমদ নগর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নবনির্মিত মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। সভা মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে উদ্বোধন করেন।

উল্লেখ্য যে, মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব গত ২৬শে অক্টোবর ঢাকা থেকে আহমদ নগর নির্মিয়মান মসজিদ পরিদর্শনে আগমন করেন। (১০ই নভেম্বর তিনি ঢাকা প্রত্যাগমন করেন)। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও আহাদ পাঠের পর মোহতারম আমীর সাহেবের নিকট গত ১ বছরের রিপোর্ট পেশ করেন আহমদ নগর মজলিসের ভার-প্রাপ্ত কায়েদ জনাব ইলিয়াস আহমদ।

সভায় আমীর সাহেব মজলিসের কার্য্যক্রমের মান উন্নত এবং সকল খোদ্দাম ও আতফাল-দেরকে ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক জীবনে ইসলামের শিক্ষা ও অনুশাসনের মাধ্যমে আমূল পরি-পরিবর্তন আনয়নের উপদেশ দান করে এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন।

মোহতারম আমীর সাহেব আহমদ নগরের নতুন নির্মাণাধীন মসজিদের উল্লেখ করে বলেন যে, ইট-পাথরের দ্বারা তৈরী মসজিদ দিয়ে কোন ফায়দা হবে না যে পর্যন্ত না প্রত্যেকটি খোদ্দাম ও আতফাল দুনিয়াবী সকল কদাচার পরিহার করিয়া চিত্তকে শুদ্ধ না করে, এছাড়া তিনি সকল খোদ্দাম ও আতফালদের দ্বীনি ও দুনিয়াবী সার্বিক উন্নতির জন্য কতগুলি দিক-নির্দেশ দান করেন।

ইলিয়াস আহমদ

ভার প্রাপ্ত কায়েদ আহমদ নগর মজলিসে আহমদীয়া,

চট্টগ্রাম আহমদীয়া ষ্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশনের প্রথম সেমিনার

আল্লাহতায়ালার অপার অনুগ্রহে ২৯শে অক্টোবর ১৯৮৩ বিকাল ৫ টায় আহমদীয়া ষ্টুডেন্টস এসোসিয়েশনের প্রথম সেমিনার চট্টগ্রাম চকবাজারস্থ আহমদীয়া মসজিদ প্রঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদু লিল্লাহ্। উক্ত সেমিনারের সভাপতিত্ব করেন মোহতারম গোলাম আহমদ খান সাহেব, আমীর চট্টগ্রাম আঞ্জুমানে আহমদীয়া। সেমিনারের আলোচনার বিষয় বস্তু ছিল—"ইসলাম এবং কমুনিজম"। উক্ত সেমিনারে জ্ঞান গর্ব বক্তব্য রাখেন সর্ব-জনাব মাসুদুর রহমান সাহেব, নুরুদ্দীন আহমদ সাহেব, অধ্যক্ষ মোসলেহ উদ্দিন খাদেম সাহেব, এবং সভাপতি সাহেব সার্বিক আলোচনা করেন।

সেমিনার প্রঙ্গনে আলোক সজ্জায় সজ্জিত করা হয়। স্থানীয় এসোসিয়েশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট জনাব জাহাঙ্গীর বাবুল সাহেবের সার্বিক প্রচেষ্টায় উক্ত সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

মুহাম্মদ আবদুল মতিন

সেক্রেটারী

আহমদীয়া ষ্টুডেন্টস এসোসিয়েশন

বাংলাদেশ

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহ্‌মদীয়া জুবলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সফলতার উদ্দেশ্যে সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ) জামাতের সামনে দোওয়া এবং ইবাদতের যে এক বিশেষ কর্ম সূচী রাখিয়াছিলেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পুর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ১৯৮৯ ইং পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহস্পতিবারের কোন এক দিন জামায়াতের সকলে নফল রোজা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হইতে ফজর নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামায পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোওয়া করুন।

(৩) প্রত্যহ কমপক্ষে সাতবার সুরা ফাতিহা গভীর মনোনিবেশ সহ পাঠ করুন।

(৪) নিম্নলিখিত দোওয়া নির্ধারিত সংখ্যায় প্রত্যহ পাঠ করুন ঃ—

(ক) "সুবহানাল্লিহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলে মুহাম্মদ" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ পবিত্র নির্দোষ এবং তিনি তাঁহার সার্বিক প্রশংসা সহ বিরাজমান। তিনি পবিত্র, মহান। হে আল্লাহ, মোহাম্মদ এবং তাঁহার বংশধর ও অনুগামীগণের উপর বিশেষ কল্যাণ বর্ষণ কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) "আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি যামবিউ ওয়া আতুবু ইলাইহি" অর্থাৎ, "আমি আমার রব্ব আল্লাহ্‌র নিকট আমার সকল পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং তাঁহার নিকট তৌবা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(গ) "রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন" অর্থাৎ, "হে আমার রব, আমাদিগকে পুর্ণ ধৈর্য্য দান কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং আমাদিগকে অবিশ্বাসী দলের মোকাবিলায় সাহায্য ও সফলতা দান কর। —দৈনিক ১১ বার

(ঘ) "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম" অর্থাৎ, "হে আল্লাহ, আমরা তোমাকে তাহাদের অন্তরে বা মোকাবিলায় রাখি, (যাহাতে তুমি তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার কর বা তাহাদিগকে বিরত রাখ) এবং আমরা তাহাদের দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট হইতে তোমরই আশ্রয় ভিক্ষা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) "হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মউলা ওয়া নি'মান নাসির" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম কার্য নির্বাহক, তিনিই উত্তম প্রভু ও অভিভাবক এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) "ইয়া হাফিযু, ইয়া আযিযু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বে ফাহ্‌ফাযনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহামনা" অর্থাৎ, হে হেফাযতকারী,, হে পরাক্রমশালী, হে বন্ধু, হে রব প্রত্যেক জিনিষ তোমার অনুগত ও সেবক, সুতরাং আমাদিগকে রক্ষা কর, সাহায্য কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবেরউপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka-11
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar